Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/129	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1876
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Bharatmihir Jantra, printed by jadunath Ray.
Author/ Editor:	Dineshcharan Basu	Size:	13x21cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Kabi-kahini	Remarks:	Verse

COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNOLOGY,
BENGAL

SESSION 1938-1939

কবি-কাহিনী।

শ্রীদীনেশ চরণ বসু
প্রণীত।

ময়মনসিংহ

ভারতমিহির যন্ত্রে শ্রীযদুনাথ রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১৮৭৬।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

মঙ্গলাচরণ।

স্নেহরূপিণী শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতৃ ঠাকুরাণীর
শ্রীপাদকমলেষু।

জীবনের অভিনয় করিতে করিতে
ফিরাই যদ্যপি কভু যুগল নয়ন,
বর্ত্তমান দৃশ্য যেন দেখিতে দেখিতে
মিশায় আকাশে ছায়া বাজির মতন!
অধরে মধুর হাসি, করুণা নয়নে,
ধীরে ধীরে স্মৃতি আসি দাঁড়ায় নিকটে ;
ধীরে ধীরে যবনিকা তুলিয়া যতনে
দেখায় অপূর্ব্ব ছবি ভূতপূর্ব্ব পটে।
দেখি জ্যোতির্ম্ময়ী এক রমণীর কোলে,
(পবন হিল্লোলে জলে কমল যেমন!)
সুকুমার শিশু, মরি, মৃদু মৃদু দোলে,
স্ফটিকবিমলচিত্ত সহাস্যবদন!
মায়ের মোহিত মনে আশা মায়াবিনী
(আঁধার মাঠের কোলে, আলেয়ার প্রায়)
পলকে কিরণকায়া প্রকাশি রঙ্গিনী

হুতাশ-তামসে পুনঃ পলকে লুকায়।
'মা,' 'মা,' কি মধু মাখা অমৃত বচন
সম্পদে, বিপদে, শুয়ে রোগের শয্যায়,
যখন (ই) 'মা' বলে আমি করি সম্বোধন,
তখন(ই) হৃদয়, মন, শরীর জুড়ায়!
কেমনে তোমার ঋণ শোধিব, জননি!
শৈশবে যতনে কত পালন করিলে!
না বিচারি শীত গ্রীষ্ম, দিবস রজনী,
[illegible] বুকে করি সুধামৃত দিলে!
এখন(ও)—যৌবনেহ'লে পীড়ায় কাতর,
করুণারূপিণি, তুমি শিয়রে বসিয়া,
সস্নেহে বুলাও কর মস্তক উপর,
ভাবনায় মুখ তব যায় শুকাইয়া!
আজি এ প্রবাসে, মাগো, স্মরিয়া তোমায়
কাঁদিয়া উঠিল এই কঠিন পরাণ!
লেখনীর মুখে মসি শুকাইল, হায়!
সহসা বিঁধিল বুকে কুচিন্তার বাণ!
রোগে শোকে মা তোমার শীর্ণ কলেবর,
শুভ্র মস্তকের কেশ, নিস্তেজ নয়ন;
শেষ দশা গ্রস্ত হয়ে হয়েছ কাতর,
জীবন-আকাশে তব গোধূলি এখন!
না জানি কখন তুমি বিধির ইচ্ছায়
অনন্ত নিদ্রায় দুটি নয়ন মুদিবে,

শোকের সমুদ্রে দাসে ভাসাইবে হায়!
স্নেহ সিংহাসন শূন্য রহিবে পড়িয়া!
যে সুখস্বপন, মাগো, আশা দেখাইল
এ জীবনে তাহা বুঝি হ'ল না সফল!
মনের বাসনা, মরি, মনেই রহিল!
এক বিন্দু, হায়, তব প্রেমঅশ্রুজল
নারিনু শোধিতে আমি! নারিনু মুছিতে
একটী চিন্তার রেখা ললাটে তোমার!
এ বৃদ্ধ বয়েসে তব নারিনু হরিতে
বিষম বিষয়চিন্তা, সংসারের ভার!
কিন্তু প্রাণপুত্র যদি তুচ্ছ তৃণ লয়ে
যত্ন করি জননীরে দেয় উপহার,
জানি আমি, মাগো, সেই তুচ্ছ তৃণ পেয়ে
উথলে মায়ের মনে সুখ পারাবার,
তাই ক্ষুদ্র উপহার আনন্দে অর্পিয়া
উদ্দেশে এ দাস আজি করিছে প্রণাম;
আশীর্ব্বাদ কর, মাগো, সন্তুষ্ট হইয়া
তোমার প্রসাদে পূর্ণ হবে মনস্কাম!

স্নেহের
শ্রী[illegible]

সূচী।

বিষয়। ... পৃষ্ঠা।

বীণা ১

প্রত্যাগত প্রবাসী ৬

ধবলশেখরে (বাঙ্গালিতে প্রকাশিত) ২৭

বিদায় ... (ঐ) ৩৫

বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে (ঐ) ৩৯

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা (বান্ধবে প্রকাশিত) ... ৪২

উদাসীনের বিদায় (ঐ) ৪৫

বাঙ্গালি (বাঙ্গালিতে প্রকাশিত) ৫০

জাহ্নবী (ঐ) ৬০

কুসুমে কীট ৬৬

প্রেম সম্মিলন (বিবাহোপলক্ষে উপহার দত্ত) ৭৪

বিরহিণীর স্বপ্ন ৭৮

বাঙ্গালির শরশয্যা ৮২

আর্য্যনাম ৮৬

গঙ্গাজলে গলিত শব ৯১

প্রতিমা বিসর্জ্জন (বান্ধবে প্রকাশিত) ৯৬

শারদীয় উৎসব ১০৭

উদ্বোধন (বান্ধবে প্রকাশিত "জাগো মা আমার"
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত) ... ১১০

কবি-কাহিনী।

বীণা

বাজরে গম্ভীরে বীণা একবার,
ভারতের জয় করোরে ঘোষণা,
জলদ নির্ঘোষে উঠাও ঝঙ্কার,—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
ওরে, তন্ত্রি, রাখ প্রেম গুঞ্জরণ,
বিরহের গান গেওনা এখন;
মৃত সঞ্জীবনী সংগীতি উঠাও,
জাগাও, নিদ্রিতা ভারতে জাগাও,
সে গম্ভীর নাদে ডুবাও অম্বর,
কাঁপাও জলধি, পর্ব্বত, কন্দর,
কর মৃত দেহে শোণিত সঞ্চার,—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
মার এ দুর্দ্দশা দেখা নাহি যায়!
সকল(ই) জাগিল, উঠিয়া বসিল,

মহিমার তাজ মাথায় পরিল,
ভারত কি তবে— প্রাণ ফেটে যায়—
ভারত কি তবে রহিবে নিদ্রায় ?
ভারত কি তবে লুটাবে ধূলায় ?
ধ্বনিত করিয়া কানন কান্তার
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
বাজ ঘোর রবে ঘন ঘন, বীণ্,
গাও, ‘চিরদিন রবেনা কুদিন,
হে ভারতবাসি ! হে আর্য্যতনয় !
চেয়ে দেখ প্রাচী আজ প্রভাময় ;
নিদ্রা পরিহরি উঠ ত্বরা করি,
পোহাইল তব কাল বিভাবরী ;’—
এই কি সময় নীরব থাকার ?
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
ঘরে ঘরে যাও, আর্য্য গুণ গাও,
ভারত-সংগীতে দিগন্ত ডুবাও ;
আর্য্য-হৃদি রূপ শুষ্ক সরোবরে
আশার তরঙ্গ আবার উঠাও ;
গর্জ্জে সিংহ যথা বীর-অবতার,
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
প্রবেশি কাশ্মীরে কহ মহারাজে,—
মহারাজ ! তব এ বেশ কি সাজে !

তোমার কাশ্মীর ভারত নন্দন,
কোন্ মহাকুলে তোমার জনম
দেখ, মহারাজ, দেখ ভেবে তাই,
কি ভাবিছ বসে ? কি করিছ ছাই ?
ভারত গৌরব করিতে উদ্ধার
উঠ একবার ! উঠ একবার !—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
গিয়া জয় পুরে, উদয় নগরে,
গাও তন্ত্রি মোর উচ্চতম স্বরে
সূর্য্যবংশযশঃমহিমার গাঁথা,
উচ্চার গভীরে ‘ইক্ষ্বাকু,’ ‘মান্ধাতা,’
‘সগর,’ ‘দিলীপ,’ ‘রঘু,’ ‘অজ’—ধীর,
‘দশরথ,’ ‘রাম’— অদ্বিতীয় বীর ;
গাও গত শোভা রাজপুতনার,
ঘোররবে বীণা বাজরে আমার !
কেরুল্, কর্ণাট, মগধ, কৌশল,
সৌরাষ্ট্র, পাঞ্চাল, উজ্জীন, উৎকল,
যমুনা, জাহ্নবী, নর্ম্মদার তটে,
বিন্ধ্য, হিমাচল, দক্ষিণের ঘাটে ;
সিন্ধু উপকূলে তরঙ্গ গর্জ্জনে
মিশাইয়া তব সুগম্ভীর স্বর,
হেমন্তে, বসন্তে, গ্রীষ্ম বরষায়,

দিবা তু'প্রহরে, গভীর নিশায়,
ভারত সংগীত,—সুধার আধার,
ঢাল, তন্ত্রি মোর, ঢাল অনিবার ;
মৃত ভারতের দেহ প্রাণদান,
জাগাও নিদ্রিত ভারত সন্তান ;—
এইত সময়, বাজ একবার
ঘোররবে, বীণা, বাজরে আমার !
নীরব কি রব ? নিরাশ কি হব ?
এ অসহ্য জ্বালা চির দিন সব ?
চির দিন মারে কাঁদিতে শুনিব ?
চির দিন মারে মলিন হেরিব ?
চির দিন মার মুখে হাহাকার ?
চির দিন মার চক্ষে শত ধার ?
একি দেখা যায় ? একি শোনা যায় ?
ভারতের কেহ নাহি কিরে, হায় ?
রাজেন্দ্রানী, কিরে ভিখারিণী আজ ?
আর্য্য-মাতা যিনি তাঁর এই সাজ ?
এমনি নির্দ্দয় বিধির হৃদয়,
ওরে, তন্ত্রি, তোর এইত সময়,
প্রাণপণে আজ বাজ একবার,
ঘোররবে বীণা বাজরে আমার !
সুধার সুধারা ঢেলো না রে আর,

তাতে জাগিবে না জননী আমার ;
' মেঘ মল্লারের ' নহেরে সময়,
' বসন্ত ' 'হিন্দোলে' তোষেনা হৃদয় ;
জ্বলন্ত ' দীপক ' ধরিয়া এখনি
জ্বাল চারি ভিতে উৎসাহ-অনল,
মৃত ভারতের হেম মূর্ত্তি খানি
সে অনলে পুড়ি কর রে উজ্জ্বল,
সে অনলে পুড়ি কর ছার খার
আলস্য, জড়তা—দৈত্য দুরাচার,
সে অনলে পুড়ি কর ছার খার
বিলাসী বাঙ্গালি— আর্য্যকুলাঙ্গার ;
সে অনলে পুড়ি কর ছার খার
স্মৃতি-বিরচিত সহস্র বর্ষের
ভারতেতিহাস যন্ত্রণার সার।—
ছাড়ি অন্যালাপ বাজ একবার,
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
ভারত-খাণ্ডবে সবে মিলে আজ
উৎসাহ-অনল প্রজ্জ্বলিত কর,
সে অগ্নিকুণ্ডেতে করিয়া বিরাজ
স্নিগ্ধ কর সবে দগ্ধ কলেবর।
সে অনল-শিখা করিয়া গর্জ্জন
হিমাদ্রির চূড়া পরশিবে যবে,

সে অনল-শিখা ভারত-সাগরে
বাড়বাগ্নি যবে বর্দ্ধিত করিবে,
সে অনল যবে তর্জ্জন করিয়া
আনন্দে করিবে ব্যোম আলিঙ্গন,
দেখিও রে তাহা নীরবে বসিয়া
রোম দগ্ধ নীরো দেখিল যেমন ;
কিন্তু যত দিন মায়ের এ দশা
এ মহী-মণ্ডলে কি সুখ তোমার ?
ত্যজি নিদ্রা, ত্যজি তুচ্ছসুখ-আশা
ঘোররবে বীণা বাজরে আমার !

প্রত্যাগত প্রবাসী।

১

বিদায় লইলা নিশা নক্ষত্র মালিনী,
পূরবে কাঞ্চন-ছটা উথলি উঠিল ;
অন্ধকার-যবনিকা ঊষা বিনোদিনী
ধীরে ধীরে এক ধারে সরায়ে রাখিল ;
থাকে থাকে শত শত সুবর্ণ শেখর
ফুটিতে, মিশিতে, মরি, লাগিল সুন্দর।

২

পরশিল মৃত প্রায় এ দেহ আমার
শীতল প্রভাত-বাত মধুর হিল্লোলে,

ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর ; ভীষণ আকার
দেখিনু চৌদিকে পদ্মা বহিছে কল্লোলে ;
কেবল একটী সুক্ষ্ম রেখার আকারে
ধূ ধূ করিতেছে তরু বিপরীত পারে।

৩

প্রকাণ্ড উজ্জ্বল স্বর্ণ থালার মতন
শোভে এবে প্রভাকর পূর্ব্বের গগনে,
হেমপ্রভা স্বভাবের সুন্দর বদন
বিচিত্র চিত্রিত, আহা, করেছে কেমনে ;
তটিনী-উরস-স্থিত তরঙ্গ মালায়
খেলিছে কিরণ-রেখা বিজলির প্রায়।

৪

বিস্তারি ধবল পাল দলি ঊর্ম্মিদলে
আমারে বহিয়া তরী যাইছে কোথায় !
যারে স্মরি বিরলেতে ভাসি অশ্রু-জলে,
এ জনমে অভাগা কি হেরিবে তাহায় !
মৃতপ্রায় আশা-লতা জীবনে আমার
সত্য কিরে সঞ্জীবিত হইবে আবার !

৫

কল্পনে ! তোমার চারু উজ্জ্বল বরণে
অশ্রু-জলে ভাসি ভাসি বিরলে বসিয়া,
কত দিন হৃদয়ের পট-আস্তরণে
এঁকেছি স্বদেশ মূর্ত্তি সুন্দর করিয়া ;

নব চন্দ্র, নব তারা, নব দিনমণি,
দেখিয়াছি উজ্জ্বলিছে মম জন্ম-ভূমি।

৬

দেখিয়াছি কিন্তু মম স্নেহের আধারে
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, বিশুষ্ক বদন,
দেখিয়াছি শশিমুখী স্বর্ণলতিকারে
অশ্রু-জলে ভাসাইতে অঙ্গের বসন;
প্রভাতের তারা যথা বিগত কিরণ
তেমনি সে অভাগীর মলিন বদন।

৭

লাগিল তরণী তটে; আনন্দে যেমতি
অঙ্গুলি পরশে বীণা উঠে ঝঙ্কারিয়া;
নীরব হৃদয়-যন্ত্র সহসা তেমতি
গাইয়া আশার গীত উঠিল বাজিয়া;
জাগিল হৃদয় যেন মহামন্ত্র বলে,
উঠিল আশার আলো সমুজ্জ্বল জ্বলে।

৮

কে পারে বলিতে, হায়! প্রথমে যখন
শান্তিহারা পান্থ আমি বহুদিন পরে
জন্মভূমি চন্দ্রমুখ করিনু দর্শন
কি ভাব উদয় আসি হইল অন্তরে!
নীরব রসনা, হ'ল মোহিত নয়ন,
মন প্রাণ সুখনীরে ভাসিল তখন,

৯

হর্ষ-বিস্ফারিত-নেত্রে হেরিনু নিকটে
কদলী সরমবতী, আবরি বদন
চিত্রিছে বিচিত্র মূর্ত্তি গগনের পটে,
লজ্জাবতীবধূ মুখ দর্পণে যেমন;
সুপক্ক কদলীফল কাঞ্চন বরণ
তরুশিরে সারি সারি শোভিছে কেমন!

১০

দেখিনু উঠায়ে শির ঊর্দ্ধে কুতূহলে
হাসিতেছে নারিকেল, নিদাঘার্ত্ত জন
যার ফলবিনিস্থত অমৃতসলিলে
দুরন্ত পিপাসা সুখে করে নিবারণ;
গুবাক, খর্জ্জুর, বংশ, বহুদিন পরে
আবার শোভিল মম দৃষ্টির গোচরে!

১১

ক্রমশঃ হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর;
কহিল হৃদয় যেন সম্বোধি আমায়,—
'বরষি নির্দ্দয় ভানু খরতর কর
স্বেদ-সিক্ত ক্লান্ত, আহা, করেছে তোমায়!
চল চল, শীঘ্র দুঃখ হবে অবসান,
হেরিয়া জনমভূমি জুড়াবে পরাণ!'

১২

'ওই যে প্রান্তর প্রান্তে রেখার আকার

শোভিছে বিটপীপুঞ্জ নীলাম্বর তলে,
ওইস্থানে জীবনের সর্ব্বস্ব তোমার,—
জননী, ভগিনী, জায়া, আত্মীয় সকলে।
চলিলাম দ্রুতগতি আনন্দিত মনে,
বিস্তীর্ণ প্রান্তর পাড়ী দিনু প্রাণপণে।

১৩

নিশান্তে উদয়াচল উজ্জ্বলিত করে
প্রকাশিলে প্রভাকর প্রখর কিরণ,
সহ তারা তারাকান্ত আলোক-সাগরে
যায় যথা মিশাইয়া, অদূরে যখন
শোভিল জনমভূমি,—হৃদিপ্রভাকর,
স্বভাবের অন্য শোভা হইল অন্তর।

১৪

হেরিলাম যবে মম গৃহের উপরে
বিস্তারি সুদীর্ঘ শাখা বিটপী নিচয়,
মৃদু মৃদু মারুতের হিল্লোলের ভরে
হেলিছে দুলিছে যেন প্রফুল্লতাময়;
ভাবিলাম মনে, যেন মোরে ক্লান্ত হেরে
ব্যজনিছে তরুদল দয়ার্দ্র অন্তরে।

১৫

বসিলাম আসি আশা সঙ্গিনীর সহ
নীরবে, আনন্দে ভোর, সরোবর তীরে,
শীতল সুস্নিগ্ধকারী মন্দ গন্ধবহ

পরশিল অঙ্গ মম অতি ধীরে ধীরে;
স্থির যথা সরসীর বিমল জীবন
হৃদ-সরঃ-চিন্তা-নীর হইল তেমন।

১৬

যথা বঙ্গে বর্ষারম্ভে দেখিতে দেখিতে
সুকান্তিভানুর কান্তি করে আবরণ
বিঘোর বিকট মূর্ত্তি জলদ রাশিতে
অভেদ্য আঁধারে ধরা করিয়া মগন;
সহসা চিন্তার মেঘ উঠিয়া অন্তরে
ফেলিল হৃদয়াকাশ অন্ধকার করে।

১৭

পলাইলা আশা, হায়, বিদ্যুতের গতি,—
বাত্যার তাড়ণে ঊর্দ্ধে বিহঙ্গ যেমন,
রহিলাম বসে আমি যেন ছিন্ন-মতি
দুখের আঁধারে মন হইল মগন;
যে হৃদ-বীণার তন্ত্র উঠিল বাজিয়া,
ছিন্ন-তার পুনঃ তাহা রহিল পড়িয়া।

১৮

হায় আশা! কি কুক্ষণে তোমার সহিত
সাগর, কানন, গিরি, অতিক্রম করি
আসিলাম, জলআশে হইয়া মোহিত
ধায় বৃথা মৃগ যথা মরীচিকা হেরি!
কুক্ষণে তোমার স্বর্ণপিঞ্জর ভিতরে

প্রবেশিনু আমি, হায়, শান্তি-ফল তরে!

১৯

যখন কল্লোলময় জলধি হৃদয়ে
(বেষ্টিত গগনভেদীতরঙ্গমালায়)
সিন্ধু সহ মল্লযুদ্ধে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে
হয়েছিল ক্ষুদ্রতরী ডোবো ডোবো প্রায় ;
কেননা প্রকাণ্ড এক তরঙ্গ আসিয়া
সাগরগভীরগর্ভে দিল ডুবাইয়া ?

২০

যখন বিশালবক্ষধরাধরশিরে
(সহ ঘন নিত্য যথা খেলে সৌদামিনী)
উঠিতাম শূন্য মনে, হায়, ধীরে ধীরে
দেখিতে ক্ষণেক চক্ষে ভারত দুঃখিনী ;
কেননা তখন বাত্যা হইয়া উত্থিত,
করিল এ অভাগারে মৃৎপিণ্ড মত ?

২১

সুন্দরি! ভুলিয়া তব মধুর বচনে
এ দেহ যে এত দিন করিনু ধারণ
সেকি এর জন্যে ?—হায়, হেরিতে নয়নে
বিগতবিমলকান্তি মায়ের আনন!
কার না হৃদয় মন উঠে লো কাঁদিয়া
জননীর হাস্যমুখ বিষণ্ণ হেরিয়া!

২২

পশ্চিমগগনে ভানু পড়েছে হেলিয়া
চুম্বিবারে বসুধার সুন্দর বদন
স্বর্ণাক্ত আলক্ত সম কিরণ আসিয়া
স্বভাবের সর্ব্বঅঙ্গ করেছে লেপন ;
কিন্তু আজি, হায়, কেন নয়নে আমার
বিষাদ-কালিমা মাখা সমস্ত সংসার!

২৩

একি সেই সরোবর সম্মুখে আমার,
(সুরম্য বিমল নীরা) খেলিত যাহায়
ঊর্ম্মি-চক্রে উঠাইয়া মুকুতার ঝার,
জল-চর, শুভ্র, কাল, নীল, পীত কায় ?
কোথা সে অপূর্ব্ব শোভা নয়নরঞ্জন!
হে সরসি! কেন তব বিষণ্ণ বদন!

২৪

যখন, সরসি, তুমি ছিলে ভাগ্যবতী
নবীন জীবনে, মরি, হাসিতে যখন,
নির্ম্মাইয়া ক্ষুদ্র তরী আমি হৃষ্টমতি
তোমার তরঙ্গে রঙ্গে করেছি অর্পণ ;
ফল, ফুল, তৃণ, পত্র, পুতুল লইয়া,
দিয়াছি 'জাহাজ' মম বোঝাই করিয়া!

২৫

গিয়াছে তরণী মম মৃদুমন্দগতি

হেলায় দলিয়া ক্ষুদ্রতরঙ্গমালায়,
চাহিয়া রয়েছি আমি, হায় তার প্রতি
আমার সর্ব্বস্ব যেন তাহে ভেসে যায়;
নিরাপদে তরী মম কূলে উত্তরিলে
ভাসিত হৃদয় যেন আনন্দ-সলিলে!

২৬

তোমার সুশ্যামতটে ফুটিত যতনে
যে সব কুসুম রাজি, রূপের আধার,
যত পল্লিশিশু মিলি প্রফুল্লিত মনে
গাঁথিত সে সব দিয়া মনোহর হার;
বসিতাম আমি তব সোপান-আসনে,
সাজাইত সবে মোরে কুসুম-ভূষণে!

২৭

সরসি! সে শোভা তব ফিরিবে না আর!
রাজহংসে গাঁথা মালা দোলাবে না গলে!
সুখের শৈশব, হায়, গিয়াছে আমার!
উভয় ত্যজেছে প্রাণ কালের কবলে!
সুন্দরি! তোমার দশা আমার(ই) মতন,
তাই বুঝি তব তরে ঝরিছে নয়ন!

২৮

গম্ভীরে অম্বরে দর্পে উঠাইয়া শির
হে মন্দির! সত্য তুমি রয়েছ বসিয়া,

কালের প্রভাবে কিন্তু হয়েছ অস্থির,
না জানি এ ভাবে রবে ক'দিন বাঁচিয়া;
তোমারও উচ্চচূড়া, গগনবিহারী,
অচিরে ভূতলে পড়ি যাবে গড়াগড়ি!

২৯

কেন যে তোমারে আমি করি হে যতন,
শুন তুমি, শুন তবে অভাগার মুখে;
স্বর্গীয় পিতার তুমি যশের জীবন,
ইচ্ছা হয় চিরদিন থাক তুমি সুখে;
তোমার গম্ভীর মূর্ত্তি হেরিব যখন
মানসে পিতার মুখ উদিবে তখন!

৩০

বসিয়া শিবের পাশে মুদিত নয়ন,
(মহেশ মগন যেন মহেশ ধেয়ানে)
বোধ হয় যেন আমি করি দরশন
পিতার গম্ভীর মূর্ত্তি হৃদয়-দর্পণে;
সুবর্ণ-আলোক-পুঞ্জ ঘেরেছে তাঁহারে,—
ঘেরে যথা করজাল নলেনীসখারে!

৩১

যথা কোন ঘোর যুদ্ধ হইলে নিঃশেষ
রহে ক্ষেত্রে পুঞ্জাকারে, ভীষণ দর্শন
গতপ্রাণযোদ্ধাদল, তুরঙ্গ অশেষ,

আরক্ত ধূলায় অঙ্গে করিয়া লেপন ;
রহে পড়ি চারিদিগে কিরীচ, কামান,
অস্ত্র, বস্ত্র, রাশি রাশি পর্ব্বতপ্রমাণ ;

৩২

হায় রে ! কালের যুদ্ধে জনমভূমির
ওষ্ঠাগতপ্রাণ আজি নিরখি নয়নে,
আভরণহীন, হায়, সোণার শরীর,
বিধবার দশা যথা বঙ্গীয় ভবনে ;
শুষ্কতরু, শূন্যভিটা, শতছিদ্রচাল,
কেবল রয়েছে সহ অশেষ জঞ্জাল !

৩৩

উঠ হে অমর নাথ ! উঠ এক বার !
দেখ চেয়ে, ভাগ্যবান্, মেলিয়া নয়ন,
তোমার অমরাপুরী সুখের আগার,
জনহীন, রবহীন গহন কানন !
কোথায় তোমার সেই অতুল বিভব !
কহ, ধির, কহ মোরে কোথায় সে সব !

৩৪

কে জানিত এত শীঘ্র কালের কুঠার
এ হেন নিষ্ঠুর ভাবে করিবে ছেদন
নবীন সোণার কীর্ত্তি-পাদপ তোমার,
সৌন্দর্য্য হেরিয়া যার জুড়াত নয়ন !

কে জানিত প্রভাতের তরুণ তপন
চিরতরে মেঘমাঝে লুকাবে বদন !

৩৫

যে কীর্ত্তি-লতিকা তুমি করিয়া রোপণ
সম্বরিলে ভবলীলা নবীন যৌবনে,
দেখ সেই হেমাঙ্গিনী শুকায়ে এখন
হতাদরে পড়ে, হায়, আছে ধরাসনে ;
রূপের কিরণে যার সমুজ্জ্বল দিক্
দেখনা, দলিয়া তারে যাইছে পথিক্ !

৩৬

দেখ চেয়ে সেই তব চারু 'নাট্যশালা' ,
জ্বলিত যথায় শত স্বর্ণদীপাবলী,
নাচিত নিয়ত কত বিলাসিনী বালা
ভাবের তরঙ্গে রঙ্গে যেন ঢলি ঢলি;
মোহিত দিগন্ত হ'ত সংগীতের তানে,
জুড়াত জগতপ্রাণ স্বর-সুধাপানে;

৩৭

আজ সেই 'নাট্যশালা' হীন আবরণ
সুনীল গগন শোভে চন্দ্রাতপ রূপে,
খদ্যোতের ক্ষীণ-জ্যোতি শোভিছে এখন
স্বর্ণ-দীপ- দীপ্তি রূপে অন্ধকার-কূপে ;
যথায় নাচিত নিত্য বারবিলাসিনী

কপোতের সঙ্গে তথা নাচে কপোতিনী !

৩৮

দেখ চেয়ে সেই তব রম্য ‘পাটাতন’
(অদ্ভুত কাষ্ঠের গৃহ)হেরিতে যাহায়
সকলেই ফিরাইত বারেক নয়ন,
সকলেই ধন্যবাদ করিত তোমায় ;
নাহি আর কোন চিহ্ন, হায়রে, তাহার,
কেবল দু’চারি ভগ্ন কাষ্ঠ মাত্র সার।

৩৯

এই ঘরে (হায় ! স্মৃতি দাসের অন্তরে
কত যে বিস্মৃত কথা আনিছে টানিয়া !)
এই ঘরে কতদিন শিশুশিক্ষা করে
বসিয়াছি ছাত্রসহ নীরব হইয়া ;
সকল বিদ্যায় বিজ্ঞ শিক্ষক সুজন
বেত্র হস্তে (যম যেন) করিতা ভ্রমণ !

৪০

এই ঘরে কতদিন উচ্চতম স্বরে
‘পাখী সব করে রব’ পড়েছি হরষে,
কষেছি ‘সেলেটে’ অঙ্ক, গুরু অগোচরে
এঁকেছি আরবী অশ্ব সাবধানে বসে ;
সহসা শিক্ষক যদি দিতা দরশন
‘এক’ ‘দুই’ ‘হাতে চার’ ভরসা তখন !

৪১

হায়রে অতুল তব বিশ্রাম ভবন,
অন্তঃপুর-অলঙ্কার, সুখের আবাস,
কক্ষে কক্ষে তার এবে বটবৃক্ষগণ
বিস্তারি পল্লব-ছত্র পরশে আকাশ !
যথায়, যশস্বি, তুমি করিতে শয়ন,
বাদুড়, পেচক তথা পেতেছে আসন !

৪২

পাঠক, এখন চল অভাগার বাসে,—
আশার আবাস মরি শান্তির আধার,
দেখিলে দেখিতে পার হৃদয়-আকাশে
যে প্রেম-সুধাংশু সদা করয়ে বিহার ;
—কি কহিনু ! বেঁচে তারা আছে কি জীবনে,
অন্তিমে এ অভাগারে তুষিতে বচনে ?

৪৩

প্রবেশিনু ধীরে ধীরে আপন আলয়ে
বিবিধ আশঙ্কা করি অন্তর ভিতর,
কাঁপিল সমস্ত দেহ ; হতবুদ্ধি হয়ে
রহিলাম দাঁড়াইয়া অলিন্দ উপর !
গভীর নীরব যেন মৃত্যুর কিঙ্কর
অধিকার করিয়াছে দিগ্‌দিগন্তর !

৪৪

নাহি নড়ে বৃক্ষ-পত্র ; না বহে পবন ;

নাহি শুনি নরকণ্ঠবিনিস্থতরব ;
অভেদ্য আঁধারে সবে করিয়া মগন
জাগিছে চৌদিকে, হায়, ভীষণ নীরব ;
কেবল পেচক-রাজ—বিহঙ্গম-ঋষি,
ডাকিছে গম্ভীরে কভু অন্ধকারে বসি।

৪৫

'মা' 'মা' বলে আমি মহা করিনু চীৎকার,
কোথায় মায়ের শব্দ পাইব শুনিতে !
শুনিনু সভয় মনে, হায়, বারম্বার,
প্রতিধ্বনি 'মা' 'মা' বলে লাগিল বাজিতে ;
যেন মম বাক্যচয়ে বিরক্ত হইয়া
প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনি করিলা রুষিয়া।

৪৬

আবার ডাকিনু শোকে অধীর হইয়া,
সকলের নাম ধরি অবরুদ্ধ স্বরে,
আবার শুনিনু, হায়, উঠিল বাজিয়া
পূর্ব্বমত প্রতিধ্বনি প্রাসাদ ভিতরে ;
ছিঁড়িল আশার বৃন্ত; হইনু পতন
ছিন্ন-মূল-তরু, মরি, অরণ্যে যেমন !

৪৭

কতক্ষণ এই ভাবে ধরাশয্যাগত
আছিল অভাগা, হায়, না হয় স্মরণ,
নয়ন উন্মিলি দেখি বাল সূর্য্য মত

একটী বালক মোরে করিছে দর্শন ;
মরুভূমে প্রবাহিনী মধুর যেমন
আমার নয়নে শিশু শোভিল তেমন।

৪৮

ভাবিলাম মনে, হায়, তোমারি মতন
হে শিশু ! আমিও কভু ছিলাম জীবনে,
বাল্য-খেলা-রঙ্গ-রসে প্রফুল্ল বদন,—
প্রফুল্ল প্রসূন যেন প্রভাতে কাননে ;
দোলে যথা পুষ্প-কলি মারুত হিল্লোলে
দুলিত অভাগা, হায়, জননীর কোলে !

৪৯

যেমন নয়ন তব উজ্জ্বল, সরল,
যুগল কমল সম ভাসিছে হরষে
(প্রেমের শিশির নীরে যেন টলমল)
চিত্ত বিনোদন তব বদন-সরসে ;
আমার (ও) নয়ন, শিশু, ছিল একদিন
এইরূপ হাস্যময়, প্রফুল্ল, নবীন !

৫০

সধূম চিন্তার বহ্নি যখন তোমার
জ্বলিবে একদা ওই বিমল অন্তরে·
শুকাইবে হাস্য আস্যে, রেখার আকার
রহিবে অনল-চিহ্ন ললাট উপরে,

আচ্ছাদিবে ধূম-পুঞ্জ সুন্দর বদন,
পড়িবে কুসুম-রাগে মসীর লেপন !

৫১

চিন্তিত হৃদয়ে, মরি, চলিনু আবার
বহিয়া সোপানশ্রেণী দ্বিতীয় তালায়,
দেখিলাম শূন্য মনে, সম্মুখে আমার
জননীর কক্ষে পড়ি গড়াগড়ি যায়
গুটী কত শুষ্ক শিব, জীর্ণ কুশাসন,
শঙ্খ, ঘণ্টা, নামাবলী—পবিত্র বসন !

৫২

হে স্মৃতি ! কি ফল বল আঁকিয়া অন্তরে
সে শান্ত সুধাংশু মূর্ত্তি স্নেহের আধার।
হারায়েছি যে রতনে অতল সাগরে,
কৃত্রিম স্বরূপ রাখি কি কাজ তাহার !
কি কাজ ধরিয়া ছায়া মনের নয়নে,
না হেরিব দেহে যদি আর এ জীবনে !

৫৩

কি বলিনু নরাধম দুর্ম্মতির মত,
কি কাজ আঁকিয়া তাঁরে মনের নয়নে ?
কেননা তখনি আমি হইলাম হত
বজ্রাঘাতে, তরু যথা নিবিড় কাননে !
ভুলোনা এ উন্মাদের প্রলাপ বচনে,
স্বকার্য্য, হে স্মৃতি, তুমি সাধ লো যতনে।

৫৪

বসিলাম এই আমি মুদিত নয়নে
যোগীন্দ্র গম্ভীরে যথা যোগাসন' পরে,
আঁক তুমি সাবধানে সুবর্ণ বরণে
সে মনোমোহিনীমূর্ত্তি সূক্ষ্ম তুলি ধরে ;
সাবধান ! সুধামাখা সে বিধুবদনে
কুৎসিতকলঙ্করেখা দিওনা বরণে।

৫৫

আঁক তুমি সাবধানে সে শান্ত নয়ন
ভাসাইয়া স্নেহ-নীরে পদ্মের আকারে,
শৈশবে আমারে হেরি সহাস্য বদন
নিয়ত নাচিত যাহা আনন্দের ভরে ;
ললাট, মধুর আস্য আঁকহে যতনে
প্রেমের মাধুরী মাখ সমস্ত বদনে।

৫৬

আশ্বিনে আনন্দে যথা সুবঙ্গ ভবনে
ভক্তিভাবে ভবানীরে পূজে ভক্ত মিলি,
পূজিব মায়ের পদ হৃদি-সিংহাসনে,
বিষয়বাসনা, সুখে, দিয়া জলাঞ্জলি ;
অশ্রুজল-সুচন্দনে করিয়া চর্চ্চিত
ভক্তি-পুষ্প তাঁর পদে অর্পিব নিয়ত।

৫৭

যাই এবে যাই দেখি হেরিগে নয়নে
ধৈরয ধরিয়া যদি পারিরে হেরিতে,
কি খেলা খেলেছে কাল সে সুখ সদনে
যথায় প্রিয়ারে সদা পেতাম দেখিতে ;
দেখি এবে কোন্ স্থানে রয়েছে কেমনে
প্রিয়সীর প্রিয়দ্রব্য প্রিয়সী বিহীনে।

৫৮

এইত আরশি সেই যাহার অন্তরে
(খেলে যথা শশীকলা সলিল ভিতর)
প্রস্ফুটিত, হায়, যেন যৌবনের ভরে,
খেলিয়াছে প্রিয়সীর বদন সুন্দর ;
তরল লাবণ্য, মরি, রূপের মাধুরী
ভাসিত আরশিঅঙ্গে কনক লহরী।

৫৯

হায়! দেখি ওকি লেখা প্রাচীরের গায় ;—
"প্রাণনাথ! বড় দুঃখ রহিল এ মনে
না হেরে তোমার মুখ বুঝি প্রাণ যায়,
হ'লনা সাক্ষাৎ আর এ ভবজীবনে ;
বিদায়, বিদায়, নাথ বিদায় এখন,
জীবনের যবনিকা হইল পতন!"

৬০

যথা কোন হীনবল অগ্নির কুণ্ডেতে
ঢালিলে আহুতি, করি ভীষণ গর্জ্জন
উঠে জ্বলি বৈশ্বানর, দেখিতে দেখিতে
সধূম-অনল-ধ্বজ পরশে গগন ;
তেমতি শোকের অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
প্রেয়সীর বাক্যরূপ আহুতি পাইয়া!

৬১

ঘুরিল মস্তক, হায়, ঘুরিল নয়নে
সারশি, আরশি, দ্বার, গৃহের প্রাচীর ;
ভাবিলাম মনে আমি, হায়, কি কুক্ষণে
ধরিলাম ভবে এই মানব শরীর!
মারিনু ডুবায়ে বৃথা বিচ্ছেদপাথারে
শরদিন্দু-মুখী সেই স্বর্ণলতিকারে!

৬২

না জানি বিরলে বসি (জানকী যেমতি
লঙ্কায় অশোকবনে করিতা ক্রন্দন)
কত দিন সুকুমারী সুনেত্রা যুবতী
অশ্রু-জলে আর্দ্রিয়াছে অঙ্গের বসন ;
কত দিন মম এই নিষ্ঠুরতা স্মরি,
ভাবিয়া বিবর্ণ, মরি, হয়েছে সুন্দরী!

৬৩

না জানি বসিয়া এই গবাক্ষের দ্বারে

চাহিয়াছে কত দিন পশ্চিম-গগনে,
দেখি ক্রমে বসুধারে ডুবিতে আঁধারে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এক ত্যজেছে ললনে ;
ডুবেছে আঁধার-কূপে মানস আবার
বহিয়াছে অশ্রু-জল চক্ষে অনিবার !

৬৪

অস্থির হইল মন; শিথিল শরীর ;
ধীরে ধীরে বসিলাম পালঙ্ক উপরি,
একি দেখি ! ! কে রয়েছে নিদ্রিত গভীর,
আপাদ মস্তক জীর্ণ বসনে আবরি !
শব যথা রহে পড়ি স্থির কলেবর,
রহিয়াছে লম্বমান পালঙ্ক উপর !

৬৫

বিস্মিত অন্তরে ধীরে উঠায়ে বসন
যেমন চাহিব আমি সে মুখের প্রতি,
সহসা অমনি, হায়, ফিরায়ে বদন,
'নাথ' বলি পুনরায় নিরবিলা সতী ;
মুদিল নয়ন হায় সহজে আবার
রাখিয়া শেষের অশ্রু-মুকুতার ধার !

৬৬

যথা বিদ্যুতের স্রোত প্রবেশিলে গায়
সমস্ত শরীর উঠে সঘনে কাঁপিয়া,
কাঁপিল এ দেহ মম শোকের জ্বালায়,

পড়িনু ভূতলে, হায়, আছাড় খাইয়া ;
শোকের সঙ্গিনী মূর্চ্ছা করিয়া যতন
করিল এ অভাগারে পুনঃ অচেতন !

৬৭

লভি সংজ্ঞা চাহিলাম চতুর্দ্দিকে মরি,
দেখিলাম প্রেয়সীর প্রাণশূন্য কায়া
পড়িয়া রয়েছে, হায়, পালঙ্ক উপরি,
ত্যজিয়াছে অভাগিনী সংসারের মায়া !
এ শূন্য ভবনে আর ভ্রমিয়া কি ফল !
আজ হ'তে আশা মোর ফুরাল সকল !

ধবল শেখরে।

(আরম্ভ।)

১

ভাসিছে জ্যোৎস্না নিথর অম্বরে ;
হিমাদ্রির শুভ্র শেখরে শেখরে
খেলিছে তরঙ্গ—রজত তরল ;
নির্ঝরিণী নীরে, পাতায় পাতায়,
শত পুষ্প শিরে, শত লতিকায়
কৌমুদীর কায়া করে ঝলমল।

২

কৌমুদীর কায়া করে ঝলমল
জাহ্নবীর জলে,—যথা নিরমল
ঊষার শিশির শতদলদলে ;
ঘোর বরিষায় অথবা যেমন
রূপে মানবের ঝলসি নয়ন
কাদম্বিনী কোলে বিজলি জ্বলে !

৩

বিরাম দায়িনী নিদ্রা কুহকিনী
মহামন্ত্রে মুগ্ধ করেছে মেদিনী
ভারত বাসীরা আনন্দে ঘুমায় ;—
ওই অভ্রভেদী ধবল শেখরে
শত স্বর্ণ ছটা ছিটায়ে অম্বরে
কেও বামা ধীরে মধুর বাজায় ?

৪

কে রে বসি ওই কমল-আসনে ?
লজ্জিত সুধাংশু অঙ্গের বরণে !,
স্বর্ণালক্ত মাথা অতুল চরণ ;
কণ্ঠে এলাইত কুন্তলের ভার,
ভাবনার ছায়া বদনে বামার,
অর্দ্ধ নিমিলিত কমল লোচন !

৫

তুষার ধবল সুবঙ্কিম গ্রীবা

হেলায়ে পড়েছে বাম পার্শ্বে কিবা !
বাম স্কন্ধদেশে কিবা শোভিতেছে
হিরণ্ময় বীণা ! নাচিছে অঙ্গুলি
ধীরে ধীরে ছুঁই হেম তন্ত্র গুলি,—
বৃষ্টিবিন্দু স্থির সলিলে যেমন !

৬

নিকটে দাঁড়ায়ে বিশ্ব বিমোহিনী
কে ও ম্লানমুখী ? শশাঙ্ক রঙ্গিনী
প্রভাতে যেমন নিরখি ঊষায় ;—
কে ও সিমন্তিনী ধবল শেখরে,
ঢালিয়া বরাঙ্গ ভাবনা-সাগরে
তন্ত্রী হ'তে স্বর-তরঙ্গ উঠায় ?

(বিরাম।)

আইলা ভারতী, সঙ্গে লয়ে স্মৃতি,
তাই হেমজ্যোতি ছুটিছে ;
বীণাপানী বীণা বাজান আপনি
তাই সুধা-ধ্বনি উঠিছে !
বৎসরেক পরে ভারত ভিতরে
শ্রীপঞ্চমী ফিরে আইল,
বৎসরেক পরে কবির অন্তরে
ভক্তি-কোকনদ ফুটিল !

(শাখা।)

আজ কি ভারতে আনন্দ অপার!
কমল বাসিনী দিলেন দেখা;
আঁধার জীবনে এ সুখযামিনী
একটী উজ্জ্বল কনকরেখা!

(চিতেন।)

আজি কি ভারতে আনন্দ অপার!
ভারতীর বীণা বাজিল আবার!
বহু দিন পরে সুধার ঝঙ্কার
আবার দিগন্ত পূরিল—রে!
ভরিয়া অঞ্জলি লহ শতদল,
লহ স্মিতমুখী গোলাপ বিমল,
—আরণ্য মুকুতা—চামেলী সকল
তুলি রাখ রাঙ্গা চরণে—রে!
সুরভি কুসুমে মনোহর হার
সুচিকণ করি গাঁথরে আবার,
দোলাও সে হার গলে সারদার,—
তারা যথা নীল আকাশে—রে!
বাজাও সেতার ভ্রমর গুঞ্জনে,
বাজাও বাঁশরী পিক কুহরণে,
বাজাও বেহালা,—উঠাও গগনে
ধীরে ধীরে স্বর-লহরী—রে!

(আরম্ভ।)

ধীরে ধীরে ধীরে কমল বাসিনী
পরশিলা চারু হেম-তন্ত্রী-তার,
নিথর আকাশে উঠিল অমনি
আহা মরি! যেন অমৃতের ধার!
আকাশ-নন্দিনী দূরে ধীরে ধীরে
সে রব লইয়া খেলিতে লাগিল;
কাননে, কন্দরে, জাহ্নবীর নীরে,
ধীরে ধীরে ধ্বনি নাচিতে লাগিল!
বীণাস্বরে সুধা-স্বর মিশাইয়া,
ভাবের তরঙ্গে ঢালিয়া বদন,
বিষাদিনী স্মৃতি নিকটে বসিয়া
আরম্ভিলা গান মানস মোহন;

৭

"শত প্রসরণে নিবিড় আঁধার,
পূর্ণিমার চাঁদ ভারত আমার
ঢাকিয়াছে হায় হেরিব না আর
ভারতের মুখে সুখের হাসি।
আশার নক্ষত্র যতগুলি ছিল,
একে একে সেই আঁধারে ডুবিল,
দুরদৃষ্ট সুখ সকলই গ্রাসিল,
আজ রাজেন্দ্রাণী পরের দাসী!

৮

" কেন হিমাচল এ দশা তোমার !
চক্ষু হ'তে কেন বহে শত ধার !
পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার
এত দিন পরে হ'ল কি মরি !
অশ্রু-জলে ভাসি নীরবে বসিয়া
ভারতের পানে আছ কি চাহিয়া ?
ফিরাও নয়ন,—কাজ কি দেখিয়া !
ফিরাও নয়ন মিনতি করি !

৯

" গিরিরাজ ! আর সে দিন কি আছে,
স্বর্ণ আর্য্যভূমি শ্মশান হয়েছে,
কাল-স্রোতে ভাসি সকল(ই) গিয়াছে,
ভারত কঙ্কাল হয়েছে সার !
সাঙ্গ অযোধ্যার অভিনয় সব,
নির্ম্মল-সলিলা-সরযূ-নীরব,
অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত কৌরব,
শূন্য হস্তিনায় শুধু আঁধার !

১০

" আর যমুনার সে তরঙ্গ নাই,
তমালের তলে নাচেনা কানাই,
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে ধরাসনে রাই

বিরহ বিধুরা নাহি লুটায় !
কুঞ্জে কুঞ্জে আর বাঁশরী বাজে না,
কুঞ্জে কুঞ্জে আর ময়ূরী নাচে না,
বৃন্দাবনে আর গোপাল খেলে না,
মাঠে ধেনুপাল চরে না, হায় !

১১

" পুষ্প বিল্বদল জাহ্নবীর জলে
আর নাহি গিরি ভাসে কুতূহলে ;
ছাইয়া তটিনী আর নাহি চলে
' বাণিজ্যের ডিঙ্গা তরঙ্গ দলি !
আর 'রাজস্থান' নহে রাজস্থান,
ক্ষত্র ভস্মময় ভীষণ শ্মশান !
বীর পরাক্রম কেশরী সমান
ত্যজিয়া সে দেশ গিয়াছে চলি !"

(শাখা।)

নীরবিলা স্মৃতি ; গাইলা ভারতী
মধুর মধুর মধুর স্বরে ;
সিহরি উঠিলা সুপ্তা বসুমতী,
উড়িল যে স্বর পবন ভরে !

১২

গাইলা ভারতী,—'সন্ধ্যা আগমনে
দেখিয়াছ, দেবি, পশ্চিমগগনে
সম্বরি বিষাদে সহস্র কিরণ

অস্ত যায় মহা তেজস্বী তপন,
বসুধার মুখ অন্ধকার করি ;
সঙ্গে সঙ্গে তার সরসীর নীরে
নলিনী নয়ন মুদে ধীরে ধীরে ;
যে দিকে প্রাণেশ অস্ত গেলা হায়,
সেই দিকে মুখ প্রাণের জ্বালায়
ফিরাইয়া কাঁদে সূর্য্যমুখী, মরি !
কিন্তু চিরদিন এ দিন রবেনা,
চিরদিন তারা এ দুঃখ সবেনা ;
এ ঘোর রজনী হবে অবসান,
প্রভাতে রবির প্রফুল্ল বয়ান,
পূরব আকাশ করিবে আলা।
সূর্য্যমুখী মুখ ফিরাবে আবার,
বিরহ যন্ত্রণা ঘুচিবে বালার ;
সোহাগে নলিনী সরসীর নীরে
ফুটিবে, হাসিবে ধীরে ধীরে ধীরে,
গলায় দোলায়ে দ্যুতির মালা !
তবে কেন তুমি কর হাহাকার ?
ভারতে সুদিন ফিরিবে আবার !
ওই দেখ দূর সুনীল গগনে
রঞ্জি মেঘমালা কনক বরণে
উদিছে ভাস্কর নবীন বেশে !"

(বিরাম।)

নীরবিলা বাণী ; হ'ল প্রতিধ্বনি,
—উৎসাহে হিমাদ্রি ধ্বনিলা অমনি,—
'তুমি কেন আজ কর হাহাকার ?
ভারতে সুদিন ফিরিবে আবার !'
সুদূর সিন্ধুর তরঙ্গ লীলায়,
কাননে, কন্দরে, গভীর গুহায়,
নিদ্রিত জীবের শ্রবণ বিবরে,
নগরে নগরে, ঘরে ঘরে ঘরে,
—বীণার ঝঙ্কার যথা দূর হ'তে—
সেই সুধা ধ্বনি লাগিল ধ্বনিতে,
'তবে কেন তুমি কর হাহাকার ?
ভারতে সুদিন ফিরিবে আবার !'

বিদায়।

১

নির্ব্বাণ অনল, সখে, কেন আজ জ্বেলে দিলে ?
নির্ব্বাত তড়াগে, হায়, কেন তরঙ্গ তুলিলে ?
যে শেল হৃদয়ে ধরি, কত কষ্টে কাল হরি,
সে শেল হরিতে এত কেন যতন করিলে ?

২

যে কথা ভুলিব বলে পাষাণে বেঁধেছি হিয়া,
সে কথা আবার, সখে, কেন আনিছ টানিয়া ?
যে আশার লতিকারে, ছিঁড়িয়াছি একবারে,
কাজ কি তাহার মূলে বৃথা সলিল সিঞ্চিয়া ?

৩

তুমি সদা সুখে থাক—আর কিছু নাহি চাই,
আমার সুখের মুখে পড়িবে পড়ুক ছাই !
তোমার যশের কথা, শুনিয়া ভুলিব ব্যথা,
এ বাসনা ভিন্ন আর হৃদয়ে বাসনা নাই।

৪

কেন পুরাতন কথা কহ আর বারেবার,
এখন(ও) কি করি সাধ চন্দ্রমারে ধরিবার ?
যে আশা-কুহকে ভুলি, আকাশ-কুসুম তুলি,
গাঁথিনু সুন্দর দাম, তাহে কি ভুলিব আর ?

৫

যে রবির ছবি, হায়, এ হৃদয় সরোবরে
ভবিষ্যৎ নাহি ভাবি আঁকিনু যতন করে ;
বুঝেছি এখন সার, সুধু প্রতিবিম্ব তার
ভাসিবে, তাহাকে কভু পাবনা মুহূর্ত্ত তরে।

৬

মিলনের আশা, সখে, মৃগতৃষ্ণিকার জল,

কোথা তুমি, কোথা আমি—স্বর্গ আর ধরাতল !
যে ব্যাধির যন্ত্রণায় উভয়ে কাতর, হায়,
চির বিস্মৃতিই এবে তার ঔষধ কেবল !

৭

ভাবিয়াছিলাম মনে এ দেহে থাকিতে প্রাণ,
দেখাব না মরমে যে বিঁধেছে বিষম বাণ ;
মুখ ফুটে কহিব না, সহিতেছি যে যাতনা,
আশার প্রদীপ মনে করিবহে নিরবাণ।

৮

হাসিব না, কাঁদিব না, পাষাণ মূরতি প্রায়,
মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিব, হায় ;
ভাবিয়া ছিলাম যাহা, কার্য্যে করিয়াছি তাহা,
এখন প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি লইব চির বিদায়।

৯

আসন্ন সময় আজি উপস্থিত, প্রাণনাথ !
—কি কহিনু নাহি জানি, ক্ষম, সখে, অপরাধ !
কিন্তু কেন না কহিব ? আর কারে ডরাইব ?
আর কেন না মিটাব ইহ জীবনের সাধ ?

১০

চলিলাম, সখে, আজি চিরজীবনের তরে,
নাহি জানি পরলোকে হবে কিনা দেখা পরে ;
শোক, দুঃখ, ভালবাসা,—আলেয়ার আলো—আশা,

দিলাম হে বিসর্জ্জন আজি এ ভব-সাগরে!

১১

আমার মূরতি যদি আঁকিয়া থাকহে মনে,
যত শীঘ্র পার তাহা মুছে ফেলো সযতনে;
যখন হারালে কায়া, কাজ কি রাখিয়া ছায়া,
অনলশিখায় কেন পুড়িবে হে অকারণে!

১২

জানি আমি, জানি, সখে, কোমল হৃদয় তব,
কিন্তু তুমি বুঝে দেখ, আমি কি বুঝায়ে কব?
ভাসিলে নয়ন নীরে, পাবে কি এ অভাগীরে?
নবীন আশায় তাই, পশিও সংসারে নব!

১৩

করোনা জীবন নষ্ট বৃথা পূর্ব্ব কথা স্মরি,
গুণবতী এক বালা আনিও বরণ করি;
পরম আদরে তোমা, সেই ভাগ্যবতী রামা,
সেবিবে, তুমিও তারে রাখিও হৃদয়ে ধরি।

১৪

নাহিক আমার কেহ,—ধর এই অলঙ্কার,
অভাগিনী তব দাসী,—এসব হইবে কার?
এই অলঙ্কার দিয়া, দিও তারে সাজাইয়া
আপনার হস্তে, নাথ, এই মিনতি আমার।

১৫

চাহি তব মুখপানে যখন সরলা বালা

সুধাইবে,—'কোথা পেলে এ সিঁথি, বলয়, মালা?'
কি উত্তর দিবে তুমি? শোক-সিন্ধু উথলিবে?
অথবা স্মরিয়া কিহে, লাজে মুখ হবে কালা?

১৬

কেন আর পরিহাস! আর বড় দেরি নাই!
এখন জনম তরে, প্রাণনাথ, যাই, যাই!
তোমার চরণে যত অপরাধ শত শত
করিয়াছি, ক্ষমিও তা'—এই মাত্র ভিক্ষা চাই!

বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে?

১

দেখ পূর্ব্বদিকে, প্রভাত হইল,
রাঙ্গা রবি-ছবি গগনে শোভিল,
হেমকরজাল ধরিয়া যতনে,
মাখিলা প্রকৃতি হরিৎ বদনে!
জীবগণ পুনঃ জাগিল রঙ্গে;
উড়িল অম্বরে বিহঙ্গম দল,
হম্বা রবে ধেনু ধাইল সকল,
জীবন-তরঙ্গ আবার বহিল,
বসুন্ধরা রবে আবার পূরিল,
বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে?

২

তরু যে অচল, সেও যে নড়িল,
প্রভাতের বাতে বদন খুলিল,
কাননে উদ্যানে লতিকা দুলিল,
তৃণ, পত্র, শিরে শিশির ধরিল,
তরুণ অরুণ উদয় সঙ্গে ;
অদূরে হিমাদ্রি—ভীম দরশন,
সৌদামিনী যার শিরের ভূষণ,
সেও থরে থরে মাথার উপরে,
কিরণ-কিরীট ধরিল আদরে,
বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি রঙ্গে ?

৩

গিরিশিরে শ্বেত তুষার যে সব,
রজনীতে ছিল অচল, নীরব,
তাহারাও যেন জীবন্ত হইয়া,
ধীরে শতধারে চলিল বহিয়া,—
রজতের রেখা অচল অঙ্গে !
রাজপথে পুনঃ পদের তাড়নে,
ধূলারাশি, রুষি, উড়িল গগনে,
ধীরে ধীরে কীট নড়িতে লাগিল,
ধীরে ধীরে বায়ু বহিয়া চলিল,
বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে ?

৪

কল কল রবে, রজত সলিলা
জাহ্নবী, আপনি বহিয়া চলিলা,
উরসে তরঙ্গ নাচিতে নাচিতে
চলিল হরষে সতীর সহিতে,
সাগরসঙ্গম লভিতে রঙ্গে ;
একে একে জীব সকল(ই) জাগিল,
নবীন জীবনে জীবন্ত হইল,
আলস্যের শেষ হইল ভূতলে,
নিজ কার্য্যে সবে গেল কুতূহলে,
বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে ?

৫

বহুদূরে, প্রিয় ভারত ছাড়িয়া,
নীলাম্বু হৃদয়ে বসেছে জাগিয়া,
আমেরিকা—যার সে দিন জনম,
সেদিন যাহার অধিবাসীগণ,
'ক্যানো'তে কাটিত নীল তরঙ্গে ;
জাগিল জর্ম্মাণি—কেশরী যেমতি,
নিদ্রা ত্যজি উঠে, ভীষণ মূরতি,
জাগিল জাপান, রুসিয়া জাগিল,
প্রতাপে পৃথিবী অস্থির হইল,
বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে ?

৬

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা।

১

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?
হৃদযের স্তরে স্তরে, যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি দেখিবি তার ? অন্যে তাহা দেখেনা ;
যে জন অন্তরযামী, তিনি আর জানি আমি,
এ বহ্নির শতশিখা কে করিবে গণনা ?
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?

২

এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো !
বিধবার চিত্ত, হায়, ! ঘোর মরুভূমি প্রায়,
বারি শূন্য, ছায়া শূন্য, সদা ধূ ধূ করে লো !
একদিন দুইদিন, নহে, শ্যামা, চিরদিন,
যতদিন ধূলায় না এ দেহ মিশায় লো !
এ পোড়া মনের কথা বলিবায় নয় লো !

৩

কেন কাঁদি নিশি দিন তুই কি তা' বুঝিবি ?
কেন দেখি অন্ধকার, শূন্যময় এ সংসার,
বুঝায়ে বলিলে তোরে বুঝিতে কি পারিবি ?
নাহিক ঔষধ যার, নাহি তার প্রতীকার,
এরূপ রোগের কথা শুনিয়া কি করিবি !
কেন কাঁদি নিশি দিন তুই কি তা' বুঝিবি ?

৪

আশা-মরীচিকা, শ্যামা, বিধবারে তোষে না,
ভবিষ্যের অন্ধকারে, ক্ষণেক তুষিতে তারে,
একটীও ক্ষুদ্র তারা ঝিক্ মিক্ করে না ;
যখন হুতাশে, হায়, প্রাণ যেন ফেটে যায়,
তখন(ও) তাহারে কেহ বুঝাইতে পারে না !
আশা-মরীচিকা, শ্যামা, বিধবারে তোষে না।

৫

অবরোধে উদাসিনী বিধবারা হায় লো !
সংসারের সুখ যত, এই জনমের মত,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া দিয়াছে বিদায় লো !
ভেঙ্গেছে ভোজের বাজি, শূন্যময় সব আজি,
নহে সে কাহারও, শ্যামা, কেহ তার নয় লো !
অবরোধে উদাসিনী বিধবারা হায় লো !

৬

যখন আঁধার আসি, গ্রাসে এই ধরণী ;
নিদ্রা গিয়া ঘরে ঘরে, জীবের যন্ত্রণা হরে,
আমার অন্তরে স্মৃতি জেগে উঠে অমনি ;
পরাণ অস্থির করে, অধীরে নয়ন ঝরে,
কত কথা মনে পড়ে কহিব কি স্বজনি !
যখন আঁধার আসি গ্রাসে এই ধরণী।

৭

কত কথা মনে পড়ে পারি না তা কহিতে !
জাগিয়া স্বপন দেখি, আঁধার পিঞ্জরে পাখী,
বনবিহারেব কথা স্মরি প্রাণে তুষিতে !
চিন্তার স্রোতেতে, হায়, মন-তরী ভেসে যায়
স্মৃতির সহায়ে স্বর্গ হেরি এই মহীতে !
কত কথা মনে পড়ে পারি না তা কহিতে !

৮

ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা নিরখি এ নয়নে,
নাথের মোহন ছবি, যেন মেঘ-মুক্ত-রবি,
দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর আনন্দিত বদনে !
বিম্বাধরে সেই হাসি, সেই মুখ-পূর্ণশশী,
সেই নাশা সেই চক্ষু সমুজ্জ্বল কিরণে !
ভাবিতে ভাবিতে, শ্যামা নিরখি এ নয়নে।

৯

কোন(ও) সুখ বিধবার ভাগ্যে নাহি, স্বজনি !
দেখিতে দেখিতে, হায়, শূন্য ছায়াবাজি প্রায়,
মিশায় নাথের মূর্ত্তি অন্ধকারে অমনি !
মুদি চক্ষু নিদ্রা-আশে, অশ্রুজলে গণ্ড ভাসে,
শোকের সমুদ্র ওঠে উথলিয়া তখনি !
কোন(ও) সুখ বিধবার ভাগ্যে নাহি, স্বজনি !

১০

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?
যত দিন আছি ভবে, এ কষ্ট সহিতে হবে,
আকাশ-কুসুম-সুখ কখন (ই) পাবনা !
হৃদয়-অনলে যবে, পোড়া দেহ ভস্ম হবে,
তবে যদি বিধবার ঘুচে এই যাতনা,
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?

উদাসীনের বিদায়।

১

এই না আর্য্যের সমাধি-মন্দির
কুরুক্ষেত্র, সেই মহা তীর্থস্থান,
কাল-রাহু আসি গ্রাসিল যথায়
ভারত-সৌভাগ্য—তেজস্বী তপন ?

২

বসিব এখানে,—শৃগাল অধম
সিংহাসনে যদি পারে রে বসিতে ;
হৃদয়ে উঠায়ে স্মৃতির তরঙ্গ
বর্ত্তমান দুঃখ ডুবাব তাহায়।

৩

শত শত ফুল যে বনে শুকাল,
যে নভে মিশাল শত শত তারা,
সেই বন সেই আকাশ মানসে

কুসুম নক্ষত্র সহিত আঁকিব।

৪

গোধূলির শেষে সাগর সীমায়
যে হৈম কিরণ আকাশ উজলি
ডুবিল ত্রেতায়, দেখি যদি হায়
সে কিরণ-রেখা পারি রে চিত্রিতে!

৫

কি ফল ফলিবে সে সব চিন্তায়!
ভারত এখন কুজ্ঝটিকাবৃত;
মহামন্ত্রে ফণী নত-শিরা যথা
সোণার ভারত তেমতি এখন!

৬

শত শত বীর-শোণিতে আরক্ত
এই পূত রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া,
চলি যাব, সুখে দিয়া জলাঞ্জলি,
স্বদেশের পানে চাহিব না ফিরে!

৭

স্নেহ-রসে গলি, সজল-নয়নে,
ফিরাতে যদ্যপি আসেন জননী,
কহিব তাঁহারে,—'কে তুমি আমায়
অভাগিনি, ডাক পুত্র পুত্র বলে?

৮

'উদাসীন আমি;—গৃহে ফিরে যাও;
মাতৃহীন আমি বহুদিন হ'তে;
কুরুক্ষেত্ররণে, পুত্র শোকানলে
দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছে দুঃখিনী?'

৯

সহোদর যদি আসেন সাধিতে
কহিব তাঁহারে,—'ভ্রাতৃহীন আমি;
যে যুদ্ধের শেষে জননী মরিল,
সেই যুদ্ধে মোরে ভিখারী করিল।'

১০

একমাত্র বীণা যতনে লইয়া
আঁধার নিশীথে অরণ্যে পশিব,
ধীরে ধীরে বীণা-তন্ত্র পরশিয়া
সংগীত-গভীর-সমুদ্রে ডুবিব।

১১

'ভারতের দশা এই কি হইল!'
শোক-ভগ্ন-স্বরে গাইব যখন;
গাবে প্রতিধ্বনি,—আকাশ-নন্দিনী
'ভারতের দশা এই কি হইল!'

১২

ধীরে ধীরে কভু সুতান ধরিব,

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে গাইব কখন ;
ঝিঁ ঝিঁ তানে কভু কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইব, বাহ্যিক জগত ভুলিয়া।

১৩

বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মর্ম্মরিবে খেদে,
বিসর্জ্জিবে তরু শোক-অশ্রুধারা ;
বিষাদে খদ্যোত আসিবে নিকটে,
সহসা বিহঙ্গ উঠিবে জাগিয়া।

১৪

ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে গিয়া কভু
তারকার মেলা সলিলে হেরিব ;
ভূত-রূপ-পটে ভারতের তারা
এই তারা দেখি, হইবে স্মরণ।

১৫

প্রভাতে যখন উদিবে তপন
পূর্ব্বাসারদ্বারে কিরণ ছুটিবে,
আনন্দে তখন বিহ্বল হইয়া
গাইব গম্ভীরে বীণা বাজাইয়া ;

১৬

'স্বাগত দিনেশ,—আঁধার বিনাশি !
স্বাগত ভারতে জগত জীবন !
এই কুজ্ঝটিকা দূর করি দেব !

মৃতপ্রায় মায়ে বাঁচাও স্বগুণে।

১৭

থাক্ অন্য কথা ; কুরুক্ষেত্রে যদি
নাহি ত্যজে থাক কঠিন পরাণ,
একবার তবে বীর-কুল-চূড়া
দেখাও জননি ! মৃত পুত্রগণে।

১৮

দেখাও এ দাসে বিস্ফুলিঙ্গ সম
সপ্তরথীমাঝে অভিমন্যু রথী ;
মত্ত ঐরাবত ভীম ভীমসেন ;
বীরেন্দ্রকেশরী অর্জ্জুন বীরেরে ;

১৯

ভীষ্ম মহাবীর,—ক্ষত্র-কুল-রবি
যুধিষ্ঠির,—সত্য ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
দ্রোণ গুরু ; শত কৌরব দুর্জ্জয় ;
রাধেয়,—সমরে অটল পর্ব্বত।

২০

হায় বৃথা খেদ ! বৃথা এ সাধনা !
বৃন্তহীন ফুল ফোটে কি কখন ?
যে অনল কালে গিয়াছে নিভিয়া,
ফুৎকারে কি পুনঃ উঠিবে জ্বলিয়া ?

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে গাইব কখন ;
ঝিঁ ঝিঁ তানে কভু কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইব, বাহ্যিক জগত ভুলিয়া।

১৩

বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মর্ম্মরিবে খেদে,
বিসর্জ্জিবে তরু শোক-অশ্রুধারা ;
বিষাদে খদ্যোত আসিবে নিকটে,
সহসা বিহঙ্গ উঠিবে জাগিয়া।

১৪

ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে গিয়া কভু
তারকার মেলা সলিলে হেরিব ;
ভুত-রূপ-পটে ভারতের তারা
এই তারা দেখি, হইবে স্মরণ।

১৫

প্রভাতে যখন উদিবে তপন
পূর্ব্বাসারদ্বারে কিরণ ছুটিবে,
আনন্দে তখন বিহ্বল হইয়া
গাইব গম্ভীরে বীণা বাজাইয়া ;

১৬

'স্বাগত দিনেশ,—আঁধার বিনাশি !
স্বাগত ভারতে জগত জীবন !
এই কুজ্ঝটিকা দূর করি দেব !

মৃতপ্রায় মায়ে বাঁচাও স্বগুণে।

১৭

থাক্ অন্য কথা ; কুরুক্ষেত্রে যদি
নাহি ত্যজে থাক কঠিন পরাণ,
একবার তবে বীর-কুল-চূড়া
দেখাও জননি ! মৃত পুত্রগণে।

১৮

দেখাও এ দাসে বিস্ফুলিঙ্গ সম
সপ্তরথীমাঝে অভিমন্যু রথী ;
মত্ত ঐরাবত ভীম ভীমসেন ;
বীরেন্দ্রকেশরী অর্জ্জুন বীরেরে ;

১৯

ভীষ্ম মহাবীর,—ক্ষত্র-কুল-রবি
যুধিষ্ঠির,—সত্য ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
দ্রোণ গুরু ; শত কৌরব দুর্জ্জয় ;
রাধেয়,—সমরে অটল পর্ব্বত।

২০

হায় বৃথা খেদ ! বৃথা এ সাধনা !
বৃন্তহীন ফুল ফোটে কি কখন ?
যে অনল কালে গিয়াছে নিভিয়া,
ফুৎকারে কি পুনঃ উঠিবে জ্বলিয়া ?

২১

তবে কেন বৃথা করি কালক্ষয় ?
আশার ছলনে প্রতারিত হই ?
এ মনোবেদনা কে আর বুঝিবে !
এ সংসারে হায় কে আছে আমার !

২২

বীর প্রসবিনি ভারত-জননি !
বিদায় দেহ মা জনমের তরে
তুমিও ভীষণ জ্বালি হুতাশন
এ দুঃখের দেহ দেহ বিসর্জ্জন !

——০*০——

বাঙ্গালি।

১

" সাবধানে কটিবন্ধ বাঁধরে লেখনি !
আজিকার রণে বাছা পরমাদ গনি,"—
কহিলাম একদিন হংসপুচ্ছ বীরে ;
উত্তরিল কালামুখ তখনি গম্ভীরে ;—
" কাহারে ডরাই আমি এ তিন ভুবনে ?
তবে কেন ডরাইব বঙ্গবাসী গণে ?
শ্বেতাঙ্গ হেরিলে যার অঙ্গে আসে জ্বর,
পদাঘাতে যার শিরঃ মসৃণ পাথর,

ভীরুতা যাহার ছি ছি অঙ্গের ভূষণ,
তারে কি লেখনী বীর ডরায় কখন ?"

২

হায় কি কহিলি তুই !—বঙ্গবাসি গণ !
দাসের এ অপরাধ ক্ষমহে এখন !
কে বলে বাঙ্গালি ভীরু, পর পদানত ?
পর-পদ-রজঃ শিরে বহিছে নিয়ত ?
বাঙ্গালির মত বীর আছে কি সংসারে ?
বাঙ্গালির মত বুদ্ধি দিয়াছেন কারে
জীবের জীবন দাতা ? হেন সহিষ্ণুতা
দিয়াছেন অন্য কোন জাতিরে বিধাতা ?
ধার্ম্মিক বাঙ্গালি সম আছে কি কোথায় ?
কিসের অভাব তবে কহনা আমায় ?

৩

যখন শ্বেতাঙ্গ শ্বেত মুষ্টির আঘাতে
বাঙ্গালির রক্তপাত করে বিধিমতে,
তখন বাঙ্গালি যদি শক্রর চরণ
নয়নের পূতনীরে করে প্রক্ষালন ;
ভাবি দেখ সেই কর্ম্মে কত ধর্ম্ম ভাব!
যাহার অন্তরে সদা ক্রোধের অভাব
সে কিহে সামান্য লোক ? শুনিয়াছে বেদে

অহিংসা পরমধর্ম্ম ; সেই উক্তি হৃদে
জাগরুক নিরন্তর ; সেই ভাবে চলে,
শত্রুরে পরাস্ত করে দয়ার কৌশলে।

৪

রেলের শকটে যদি অদৃষ্টের বসে
একত্রে শ্বেতাঙ্গ আর বঙ্গ বাবু বসে,
তখন বাঙ্গালি বাবু সরি এক ধারে
বসে মৌন ভাবে ; ভীরু কে কহে তাহারে ?
সে ত বাঙ্গালির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রমাণ ;
কারণ, যে জন রাজা তাহার সমান
বসিতে নহেক বিধি ; বিশেষতঃ যার
বিষম বিক্রমে নেপোলিয়ান দুর্ব্বার
হত বল হেলেনায়, বসে সঙ্গে তার
এ হেন বীরেন্দ্র কিহে হেরেছে সংসার ?

৫

কে নিন্দে সে বাঙ্গালিরে ? বেত্রাঘাত ভয়ে
সে জন পথের পার্শ্বে জড় সড় হয়ে
ঝাড়িয়া দক্ষিণ বাহু, নোয়াইয়া শির,
শ্বেতাঙ্গে "সেলাম" শত করিয়া সুধীর
অক্ষত সবল দেহে ধীরে ধীরে যায়,
সভয়ে কখন পিছে ফিরে ফিরে চায় ;
নাহিক সংশয় তার সুবিজ্ঞ সে জন ;

শুনিয়াছি ক্ষুদ্র সেই "সেলাম" কারণ
কত ভেতো বাঙ্গালির পৃষ্ঠ হ'তে মরি,
বেত্রাঘাতে বহিয়াছে রক্তের লহরী।

৬

রোপিলা কীর্ত্তির বৃক্ষ বহু যত্ন করি
(বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত দেখ সবে স্মরি)
দুর্দ্দান্ত লক্ষ্মণ সেন, বখ্‌তেয়ার যবে
সপ্তদশ সঙ্গীসহ পশিলা নীরবে
বাঙ্গালার রাজপুরে। বাঙ্গালির যাহা
যুদ্ধের অখণ্ড রীতি করিলেন তাহা ;
ব্রাহ্মণেরা কর্ণে দিল ধর্ম্ম উপদেশ,—
'জগন্নাথ তীর্থ-যাত্রা করহে নরেশ ;'
পালিলা দ্বিজের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সুমতি,
তাই তাঁর নামে এত যশের বসতি !

৭

সেই হ'তে বাঙ্গালির শিরে শত শত
চরণ-কুসুম-বৃষ্টি হইছে সতত ;
সেই হ'তে বাঙ্গালির গলে দোলে হায় !
দাসত্বের স্বর্ণহার অতুল শোভায় ;
সেই হ'তে বাঙ্গালিরা নতশির হ'ল,
সেবাই পরম ধর্ম্ম অন্তরে বুঝিল ;
বিদেশীর হস্তে সঁপি নিজ সমুদয়,

ধৈর্য্যের দুর্গম দুর্গে লভিল আশ্রয়।
ধন্য রে বাঙ্গালি তোরে বলিহারি যাই!
তোর সম বীর বুঝি ত্রিভুবনে নাই!

৮

সে দেশে কিসের দুঃখ কহনা আমায়?
যে দেশে নীরবে বসি গভীর নিশায়
প্রদীপ সম্মুখে রাখি, কষে ছাত্রগণ
ত্রিকোণ মিতির অঙ্ক,—অসাধ্য সাধন;
নিউটন্ মত দিয়ে দুয়ারে অর্গল,
বিদ্যা-রসপানে সদা হয় হে বিহ্বল;
ঘটিকা যন্ত্রের প্রতি না চাহে কখন,
নাহি শোনে কোন শব্দ তা'দের শ্রবণ;
নাহি জ্ঞান, নিশাদেবী যায় যায় যায়,
রঞ্জিত পূর্ব্বের দিক্ লোহিত আভায়!

৯

আইল পরীক্ষা; সবে বহু যত্ন করি
'এম্ এ,' 'বি, এ,' উপাধির হ'ল অধিকারী;
লইল সকলে কর্ম্ম; করিল প্রবেশ
নবীন সংসারে, পরি সংসারীর বেশ।
সেই হ'তে শ্বেতভুজা লইলা বিদায়,
কমলা আসন আসি পাতিলা তথায়;
ত্রিকোণ মিতির মধ্যে সেই হ'তে, হায়,

শত শত কীট সুখে বেড়িয়া বেড়ায়!
বাঙ্গালার নিউটন্ সংসারের নীরে
ভাসাইলা দেহ, মন, ধীরে ধীরে ধীরে!

১০

হে সভ্য বাঙ্গালি বাবু! এই অবসরে
গুটীকত কথা আমি কহিব তোমারে।
না নিন্দি তোমারে আমি,—নিন্দিয়া কি ফল?
বাঙ্গালির ভাগ্য দোষে ঘটে হে সকল।
পেণ্টলুন পর তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
'বুট' পরি, 'হুট' করি যাবে যাও ভাই,
'অ্যালবার্ট ফ্যাশনে' কেশ ফিরাবে ফিরাও,
'হোটেলে' 'কট্‌লেট্' সুখে খাবে যদি খাও;
শিখিছ সভ্যতা, সত্য শ্বেতাঙ্গের কাছে,
তার গুণ শিক্ষা হ'তে কত বাকি আছে?

১১

যে 'কোটে' আবৃত সদা তাহার হৃদয়,
সেই 'কোট' তোমারও ত অঙ্গে শোভা পায়;
হৃদয়(ও) তোমার কিহে তাহার মতন,—
অভয়, অটল, ভীম পর্ব্বত যেমন?
তাহার মতন তুমি বীরত্বের বলে
পার কি স্বদেশ-মান রক্ষিতে ভূতলে?
পার কিহে ভারতের করিতে উদ্ধার

ধন, প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার ?
পার যদি কহ ! নৈলে অন্ধকার বনে
পশিয়া ক্ষণেক কাল কাঁদ দগ্ধ মনে !

১২

পর ধনে ধনী যেই ধন্য বলি তারে !—
তুমিও তেমতি ধন্য সংসার মাঝারে !
বিলাতি বসন তুমি পরিধান কর,
বিলাতি পাছুকা পায়ে পর নিরন্তর,
বিলাতি পুস্তকে তব জ্ঞানের উদয়,
বিলাতি লেখনী লয়ে লেখ সমুদয় ,
বিলাতি দর্পণে মুখ কর নিরীক্ষণ,
বিলাতি সুগন্ধি কর মস্তকে লেপন ;
পরম সৌভাগ্য তব ! ভবরঙ্গাগারে
ধনাঢ্য ভিখারী তুমি !—কে পায় তোমারে ?

১৩

যাক্ তবে, নাই কাজ সে সব কথায়,—
আজ না দশমী তিথি শারদ নিশায় ?
ভক্তের মণ্ডপ আজ অন্ধকার করে
বিদায় লইলা দুর্গা বৎসরেক তরে !
সপ্তমী, অষ্টমী, আর নবমীউৎসব,
দেখিতে দেখিতে হায় ফুরাইল সব ;
নাহি জ্বলে দীপমালা, সুগন্ধ বহেনা,

নীরব প্রাঙ্গনভূমি, না বাজে বাজনা !
হিন্দুর শোকের সিন্ধু আজি উথলিল,
দশমীর দশা হেরে নয়ন ঝরিল।

১৪

আমার (ও) নয়ন, হায়, ঝরিল তখনি !—
নহে সে তোমার তরে, মহিষ-মর্দ্দিনি ;
হেরিয়া তোমার ভাব, আরক্ত নয়ন,
দশ ভুজে দশ অস্ত্র, বিচিত্র গঠন,
পদ তলে পশুরাজ, শিরোদেশে পতি,—
এ সব হেরিয়ে ভয় পাই বড় সতি ;
নিরীহ বাঙ্গালি মোরা, যুদ্ধে কিবা কাজ ?
মেয়ের আবার, মাগো, সমরের সাজ !!
না জানি সাহস কত বাঙ্গালির মনে,
তিন দিন হেন মূর্ত্তি হেরে যে নয়নে !

১৫

আমার (ও) নয়ন, হায়, ঝরে যে তখনি,
নহে সে তোমার তরে মহিষ-মর্দ্দিনি ;
তুমি এলে তুমি যাবে নাহি ক্ষতি তায়,
হত ভাগা বাঙ্গালির সেই সঙ্গে হায়,
যায় যে সকল সুখ এই দুঃখ মনে !
আশ্বিনের আশুতোষ এই তিন দিনে
ভোলে সে বিষয় চিন্তা দাসত্বের ভার ;

এই তিন দিনে তার জীবন অসার,
নূতন জীবন ধরে; পরিবার সহ
অপার আনন্দ-নীরে ভাসে অহরহ।

১৬

সুখের উপরে সুখ! এই তিন দিনে
আহ্লাদ-সাগরে ভাসি শত শত জনে,
বোতল বাসিনী ভীমা রক্তাক্ষি সুরারে
পূজিবে, পরম ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে;
দেবীর প্রভাবে কত ভক্ত অগণন
পশুর পবিত্র দেহ করিবে ধারণ;
কাটিয়া জ্ঞানের পাশ কর্দ্দমেতে পড়ি
লভিবে নির্ব্বাণ পদ সশরীরে মরি!
কি ছার সংসার এই, দারা, পুত্র, ভাই,
সুরাপান সম সুখ ত্রিভুবনে নাই!

১৭

নমি আমি, কাল নেত্রা, তব পদাম্বুজে,
সুরেশ্বরি! যত দিন বাঁধিবে এ ভুজে
বাঙ্গালির অঙ্গ তুমি, তত দিন আর
সংসার-অরণ্যে কহ কি ভয় তাহার?
সাধ্য কি বাগ্‌দেবী তার প্রবেশে উদরে,
সাধ্য কি কমলা তারে বশীভূত করে,
ধর্ম্মের কুযুক্তি তারে পারে কি ভুলাতে

কর্ম্মের বন্ধনে তারে পারে কি বাঁধিতে?
তোমাতে ডুবায়ে মন জিতেন্দ্রিয় হয়ে
যথায় তথায় রবে আনন্দে পড়িয়ে।

১৮

অপার মহিমা তব! শত শত নরে
ঘোষিছে তোমার কীর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করিয়া মানসে
কত যাত্রী পশিয়াছে (কি শুভ দিবসে!)
কালের মন্দিরে! কত অসংখ্য আবার
(দুর্ব্বল পথিক্ তারা) কৃপায় তোমার
সুখে আছে শ্রীমন্দিরে! তব পদ ধরি
মহামান্যা মহারাণী ভারতঈশ্বরী
আবাসে বসিয়া, মরি, রাশি রাশি ধন
ভারতের অঙ্ক হ'তে করেন গ্রহণ।

১৯

অপার মহিমা তব! আমি দীন হীন!
জনম অবধি তব ভজন বিহীন!
নাহি বুঝিলাম মর্ম্ম, হে দেবি, তোমার,
বৃথা ধর্ম্মে কর্ম্মে কাল কাটিল আমার!
নাহি চিনিলাম তোমা!—চিনিল না হায়,
অবোধ বাঙ্গালি, দেবি, এখন (ও) তোমায়!
ইউরোপে ঘরে ঘরে কত পূজা পাও,

তবে কেন বঙ্গদেশে ? সেই দেশে যাও !
বিদায় দেহ গো দাস করিছে প্রণাম ;
তুমিও, লেখনি, ক্ষণ করহে বিশ্রাম।

জাহ্নবী

১

নিদ্রার অঙ্কেতে সুষুপ্তা ধরণা,
মনের আনন্দে জননীর কোলে,
হাস্যমুখশিশু ঘুমায় যেমনি ;
নাহি জাগে জীব দিগন্ত নীরব,
এমন সময়ে কিসের ও রব ?

২

কিসের ও রব মধুর এমন !
রুণু রুণু বোলে সহস্র কিঙ্কিণী,
একত্রে ত্রিদিবে বাজেরে যেমন ;
একত্রে বাজেরে দূর কুঞ্জ বনে,
কলধ্বনি যথা নিশা অবসানে !

৩

নিদ্রিত ভারত গভীর নিদ্রায় ;
অহংকারী নর হায়রে যেমন
শুইবে যখন অনন্ত শয্যায় ;
সে নিদ্রা ভাঙ্গিতে কে করে যতন ?
এ বাদ্য বদনা কেনরে এখন ?

৪

বহে না সঙ্গীত ভারত ভিতরে ;
বীরত্ব, মহত্ব জলাঞ্জলি দিয়া
দাসত্ব শৃঙ্খল ধরেছে আদরে !
কেন এ ভারতে আনন্দের ধ্বনি ?
এ ত দিবা নয় অনন্ত রজনী !

৫

হায় মা জাহ্নবি ! তুমি কি এখন,
তরঙ্গ লীলায় এ রঙ্গ করিয়া,
চলেছে ভেটিতে নীলাম্বু রতন ?
ত্যজিয়া ভারত দুঃখের সাগরে
তুমিও কি এবে যাও দেশান্তরে ?

৬

যথা সূর্য্যোদয়ে খুলিলে দুয়ার,
অগণ্য কিরণ— কণকের রেখা—
প্রবেশে কক্ষেতে বিনাশি আঁধার ;
কেন তরঙ্গিনি ! তোমারে হেরিয়া,
স্মৃতি পথারূঢ় ভারত আসিয়া ?

৭

এ ভারত নহে, নহে এ সময়,
হিন্দুর মহত্ব-শশধর যবে,
জগত সমক্ষে হইত উদয় ;

শাসিত ভারত বীরশ্রেষ্ঠ যত,—
পুত্র যার এবে পর পদানত !

৮

কি কব তোমারে মনের বেদনা !
ইচ্ছা হয়—ওই তরঙ্গে তোমার,
বিসর্জ্জন দিয়া বিষয়বাসনা,
তৃণ যথা ভাসে দিবস যামিনী,
আমিও সেরূপ ভাসি, তরঙ্গিনি !

৯

ভাসিতে ভাসিতে যাইব চলিয়া,
তব সঙ্গে, সতি, অনন্ত সাগরে ;
—স্বাধীন রাজ্যেতে—পড়িব আসিয়া ;
ঊর্দ্ধে নীল নভঃ, নিমনে সাগর,
স্বাধীন পবন বহে নিরন্তর।

১০

এস ভাগীরথি ! এস মা নিকটে,
অঙ্কিত রয়েছে স্ববর্ণ বরণে,
তব স্বচ্ছ নীর-মনোহর পটে,
ভারতের গত সহাস্য বদন,
চিত্রপটে ছবি চিত্রিত যেমন।

১১

ভারত বিখ্যাত কত ঋযিগণ,

তব পূত নীরে প্রক্ষালিয়া দেহ,
করেছেন সুখে বেদ অধ্যয়ন ;
মুনি কন্যা কত ফুল্ল ফুল দলে,
পূজিয়া দেবতা ভাসাইত জলে !

১২

কত বীর তব তীরেতে বসিয়া,
বিপক্ষের শিরঃ-সম্ভূত-শোণিত
হস্ত অসি হ'তে ফেলেছে ধুইয়া ;
জয়োল্লাসে কত হিন্দু রাজাগণ,
তব পথে দেশে করেছে গমন।

১৩

উড়েছে হিন্দুর বিজয় নিশান,
সারি সারি অসি সূর্য্যের কিরণে
দিগন্ত করেছে তেজে দীপ্তিমান ;
গভীর উচ্ছ্বাসে বাজনা বেজেছে,
বীরেন্দ্রের হিয়া আনন্দে নেচেছে।

১৪

কত বীরাঙ্গনা পতিপ্রাণা সতী,
(জগতের কোন জাতীয় উদ্যানে
শোভে রে এ হেন স্ববর্ণ ব্রততী !)
পাইতে পতিরে জ্বালি হুতাশন,
দিয়াছে তাহাতে দেহ বিসর্জ্জন !

১৫

ভারতের তুমি সমাধি মন্দির,
সচঞ্চল এই ভারত মাঝারে,
তুমি গো কেবল রয়েছ সুস্থির ;
দরিদ্র একটি এই ভিক্ষা চায়,
আর্য্য নাম যেন লোপ নাহি পায় !

১৬

এখন (ও) ত আশা লভেনি নির্ব্বাণ,
—জ্বলে অগ্নি যথা যখন জঞ্জাল,
পড়ে তার 'পরে পর্ব্বত প্রমাণ।
তব তীরে নীরে গচ্ছিত যে ধন,
দাও, সতি, দাও ফিরায়ে এখন।

১৭

বীর, সতী, কবি ঋষি, মুনি গণ ;
সমুজ্জ্বল করি তব রঙ্গ ভূমি,
কাল হস্তে যারা হয়েছে পতন,
সে সব দেহের দেহ ভস্ম শেষ !
এখন (ও) ত আশা হয়নি নিঃশেষ !

১৮

যেমন অনেক প্রধান নগরে,
এক ক্ষুদ্র দীপ পরশে নিমিষে
জ্বলি গ্যাসমালা আলোক বিতরে,

সে ভস্ম পরশে দেখি যদি হায়,
আর্য্যের গৌরব ফিরে পুনরায় ;

১৯

হায় আশা ! তুমি ভবে মায়াবিনী
দুঃখের আঁধারে তুষিতে মানবে,
হও তুমি, সতি, কিরণ মালিনী ;
ভগন হৃদয় তোমার কুহকে,
আবার নূতন হয়লো পুলকে।

২০

জীর্ণকায়াতরী—মানব জীবন—
অকূলসংসারসমুদ্রে পড়িয়া,
ডোবো ডোবো প্রায় হয় লো যখন,
ঠেলি ফেলি পাশে তরঙ্গ লীলায়,
তুমি রক্ষা তারে কর পুনরায় !

২১

ভারতের আর সে দিন কি হবে !
আর্যের গৌরব—মেঘাবৃত রবি,—
আবার হাসিয়া গগনে উদিবে !
ভারতের কোলে বীর পুত্রগণ,
শোভিবে যেনরে জ্বলন্ত তপন !

২২

আর কি কবিতানিকুঞ্জকাননে,

সেরূপ সুধার বাদিত্র বাজিবে ;
সেরূপ সঙ্গীত উঠিবে গগনে !
কনক কমল সংসারের নীরে,
সে সব ললনা আসিবে কি ফিরে !

২৩

হায়, কেন খেদ করি অকারণ !
আর্য্যবংশ আর নাহি এ ভারতে,
নাহিরে ভারত পূর্ব্বের মতন !
সভ্যতার শোভা বিস্তৃত বাহিরে,
বলবীর্য্য হীন হায়রে অন্তরে !

২৪

হায়গো ভারত, অদৃষ্ট তোমার,
(রাজেন্দ্রানী তুমি !) লিখিলা বিধাতা,
এ দুরন্ত ক্লেশ চির দুঃখ ভার !
অন্ধকার তব জীবন-সর্ব্বরী,
পুনঃ কি পূর্ণিমা আসিবে সুন্দরি ?

কুসুমে কীট।

১

" বাজ্‌রে বারেক মধুর সুতানে
ওরে বীণা তুই এ লতাবিতানে,
বাজ্‌রে, যেমতি বাজে নিরন্তর

হৃদ-বীণা-তার অন্তর ভিতর,
বাজ্‌রে তেমতি করুণ স্বরে !

২

"বাজ্‌রে ; যেমতি গোমুখী হইতে
পূত বারিধারা পড়িয়া ভূমিতে
ভাসায় ভারত রজত সলিলে ;
বাজ্‌রে, তুইও মধুর বাজিলে
সে স্বর-তরঙ্গে মানস ভরে !

৩

"বিরহ বিধুরা কপোতী যখন
কাঁদে বনে বনে বিষাদে মগন
কপোতীর দুঃখে হইয়া দুঃখিনী
কাঁদে যথা, মরি, আকাশ-নন্দিনী,
কাঁদরে তেমতি আমার সনে !

৪

"ওরে বীণা তোরে করিলে পরশ
কেন শোকে হয় শরীর অবস ?
কেন বল দেখি পড়ে উথলিয়া
ভাবের তরঙ্গ হৃদয় ছাইয়া ?
কেন মনে পড়ে হারাণ ধনে ?

৫

"কেন, যবে মনে উঠেরে জ্বলিয়া

বিরহ-অনল ভীষণ হইয়া,
আপনা আপনি পরশে অঙ্গুলি
(স্বর-ধাম) তোর হেমতন্ত্র গুলি ?
কেন হৃদে তোরে ধারণ করি ?

৬

"বুঝেছি বুঝেছি, তুই রে আমার
এ দুঃখ-সাগরে সুখের আধার ;
বুঝেছি, বিষাদ-মরুর মাঝারে
সুধার ধারায় বাঁচাস্ আমারে,
তাই হেন তোরে হৃদয়ে ধরি !

৭

"বাজিতি যেমতি নন্দন কাননে
ফুলবধূদলে ফুটায়ে যতনে,
এই অভাগিনী বসিত যখন
প্রেমে ঢুলু ঢুলু যুগল নয়ন]
সোহাগে গলিয়া পতির পাশে !

৮

"শিখিতে ও ধ্বনি গাইত কোকিলা,
নাচিত সরসী, রজত সলিলা,
মোহিত হইয়া মধুর বাদনে
চাঁদের আমোদ বাড়িত গগনে,
হাসিত তারকা আকাশ-বাসে !

৯

"ভুলাইতে যত কুসুম যুবতী
শিখিত ও তান ভ্রমর কুমতি
দুলিত আহ্লাদে বিটপী আবলী,
দুলিত লতিকা প্রেমে ঢলি ঢলি,
প্রতিধ্বনি শিখি গাইত রঙ্গে !

১০

"আর কি বাজিবি যেমন করিয়া
প্রাণপতিমনোমোহিত করিয়া !"
সহসা থামিল বীণার বাজনা,
কাঁদিয়া ভূতলে পড়িলা ললনা
শোক ভরে, মরি, বীণার সঙ্গে।

১১

হায় ! আজি এই নিশীথ কালিনে
বিরলে বসিয়া তটিনী পুলিনে,
লতা জালে, মরি, লুকায়ে বদন,
মেঘের আড়ালে সুধাংশু যেমন,
কে গায় এ হেন করুণ গীত ?

১২

রজতের ধারা চিবুক বহিয়া
আঁখিনীররূপে পড়িছে আসিয়া,
মলিন বসনে বদন আবরি,

হেলায় বাঁধিয়া সাধের কবরী,
বসে আছে, হায়, বিষণ্ণ চিত!

১৩

যদিও হেরিরে শোকের জ্বালায়
সুবদনী যেন পাগলিনী প্রায়,
তথাপি ওরূপ রূপের মাধুরী
কার মন প্রাণ নাহি করে চুরি?
রূপে বামা যেন শারদ শশী!

১৪

এই ব্রহ্মলোক মহা মোক্ষধাম
মানবের হেথা পূরে মনস্কাম,
না থাকে ভাবনা, নাহি রহে ভয়,
সুখের সাগরে ভাসে জীবচয়
ধাতার প্রসাদ ছায়ায় বসি!

১৫

কে আজি হেথায় কাঁদে একাকিনী?
(পতিশোকে রতী কাঁদিত যেমনি;)
কেমনে এ হেন সুখের কাননে,
কেমনে এ হেন কুসুম রতনে,
প্রবেশিল কীট নিদয় অতি?

১৬

আবার ললনা লইলা তুলিয়া

রতনের বীণা যতন করিয়া,
বীণা তার 'পরি নাচিতে নাচিতে,
আবার অঙ্গুলী লাগিল চলিতে,
আবার বহিল গীতের গতি।

১৭

"হায়রে বিধাতঃ নিদয় হৃদয়!"
গাইলা ললনা দিয়া মান লয়,
"কেন দিলি মোরে এরূপ যৌবন?
অমরাবতীর বিলাস ভবন?
কেন এ অতুল বিভবরাশি?

১৮

"কেন বসাইলি, হায়রে, দাসীরে
দেবেন্দ্রের বামে সোণার মন্দিরে?
কেন ভাসাইলি সুখের সাগরে?
কেন(ই)বা এখন দহিস্ আমারে
দুঃখের অনলে, সে সুখ নাশি?

১৯

"ছিল ভাল, যদি পতির সহিতে
কাঙ্গালিনী বেশে পেতাম ভ্রমিতে,
ভিক্ষাঝুলি লয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে
যা' কিছু পেতাম দিতাম আনিয়ে
যতন করিয়া পতির করে!

২০

"ছিল ভাল, যদি বিজন কাননে
তৃণের কুটীরে নাথের চরণে
পেতাম বসিতে, পেতাম শুনিতে
তাঁর সুধাবাণী দিবসে নিশীথে
জুড়ায়ে শ্রবণ, হৃদয় ভরে!

২১

"কেন তারাপতি উদিল গগনে?
কেন তারাদল ফুটিল যতনে?
কেন রে বহিছে মলয় অনিল?
কেন রে স্বভাব গলায় পরিল
সুচারু চাঁদের কিরণ-ডোর?

২২

"আর কি শচীর সে দিন আছেরে!
আর কি হৃদয়-বীণায় বাজেরে
প্রেমের সংগীত! মানস-আকাশে
আর কি অরুণ কিরণ প্রকাশে!
সুখের স্বপন হয়েছে ভোর!"

২৩

গাইতে গাইতে বহিল আবার
নয়নের নীর,—মুকুতার ধার,
বীণার ঝঙ্কার, সুধার সংগাত,

হ'ল পুনর্ব্বার সঘনে কম্পিত,
আবার অধীর হইলা শোকে!

২৪

মুছিয়া অঞ্চলে নয়নের নীর,
আবার বীণারে বাজায়ে গভীর
গাইলা ললনা;—"হায়রে কপাল!
দেবের আসনে হইয়া ভূপাল
বসিল দেবারি ত্রিদিব লোকে?

২৫

বসিল চণ্ডাল দ্বিজের আসনে?
প্রবেশিল কীট নন্দন কাননে?
কেশরীরে কিরে শৃগাল জিনিল?
বামন হইয়া বিধুরে ধরিল?
ভিখারী পাইল ধনেশ ধন?

২৬

হায়রে অলকা সুখদ ভবন,
কি দুর্দশা তার হয়েছে এখন!
কোথা পুরন্দর ত্রিদিব ঈশ্বর?
কোথা বজ্র তাঁর মহা ভয়ঙ্কর?
কোথায় অজেয় অমরগণ?"

২৭

পুলোক নন্দিনী দুঃখের দুঃখিনী

মেনকা উর্ব্বশী যতেক কামিনী,
সহসা আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গাইলা সতীর সহিত বসিয়া
শোকের সাগরে ঢালিয়া মন ;—

২৮

" হায় রে অলকা সুখদ ভবন
কি দুর্দশা তার হয়েছে এখন !
কোথা পুরন্দর ত্রিদিব ঈশ্বর ?
কোথা বজ্র তাঁর মহা ভয়ঙ্কর ?
কোথায় অজেয় অমরগণ ? "

প্রেম সম্মিলন।

১

যাও নিদ্রে ! আজি তোমারে বিদায়,
কুচিন্তা-রাক্ষসি এসো না হেথায় !
পিঙ্গল-বরনি বিষয়-বাসনা,
শোণিত-শোষিণি সংসার-যাতনা ;
যাও যাও যাও, স্থানান্তরে যাও !
অন্য গৃহে গিয়া কালিমা মাখাও !
স্থানান্তরে আজ করলো প্রস্থান !
তোমাদের তরে নাহি হেথা স্থান।

২

এই ঘরে সুখ-চন্দ্রের উদয় !
এই ঘরে আজ প্রেমঅভিনয় !
একত্রিত হ'বে দুইটি জীবন ;
বন সুশোভিনী সুবর্ণ ব্রততী,
বাঁধিবে রসালে প্রফুল্লিত মতি।
এই ঘরে আজি মহা মহোৎসব !
শোক, চিন্তা, দুঃখ ! দূর হও সব।

৩

এসো স্মিতমুখি ! কিরণমালিনি !
মহামায়া প্রেম ! এসো একবার।
সুধা-তরঙ্গিনি ! জোৎস্নারূপিনি !
বিশ্ববিনোদিনি ! এসো একবার !
দুর্ব্বাদলে যথা শিশির বিমল,
অন্ধকারে যথা চাঁদের কিরণ,
সিন্ধুগর্ভে যথা মুক্তা নিরমল,
এ সংসারে, প্রেম ! তুমিও তেমন।

৪

এসো শশিমুখি ! এসো একবার।
বাম হস্তে আন বরণের ডালা,
হেমোৎপল সহ মিশায়ে মন্দার
গাঁথিয়া আনলো সুচিকন মালা ;

এয়ো হয়ে তুমি দাও হুলুধ্বনি
প্রেম-গ্রন্থি দাও বস্ত্রেতে বাঁধিয়া,
অপরূপ দাম লইয়া রঙ্গিনি,
দেহ দম্পতীর গলে দোলাইয়া।

৫

একি শুনি আজ, আহা মরি মরি!
দূর বনে যথা কাকলী-লহরী!
একি শুনি আজ! অন্তরীক্ষে হায়
কি মধুর স্বর ভেসে ভেসে যায়।
কিবা ধীরে ধীরে মন মুগ্ধ করে
বাজে তন্ত্রীতার, সেতার গুঞ্জরে!
ধীরে ধীরে গায় কি মধুর গান
প্রতি তানে যেন কাড়ি লয় প্রাণ।

৬

গাইছেন প্রেম ভুবন মোহিনী;—
"এই খুলিলাম হিরণ্য তোরণ,
এ সুখদ দেশে আইস এখনি
সুধামৃত পানে জুড়াতে জীবন।
অনন্ত বসন্ত বিরাজে হেথায়,
চির পূর্ণিমায় উজ্জ্বল রজনী,
সুধাস্বরে পাখা মানস ভুলায়,
—এ সুখদ দেশে আইস এখনি!"

৭

"একত্রে প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমিবে,
এক সঙ্গে সুখ-সাগরে ডুবিবে,
এক হর্ম্ম্যতলে করিয়া শয়ন
একত্রে দেখিবে একই স্বপন,
এক ফল ভাঙ্গি খাইবে দু'জনা,
গাবে এক গান যুগল রসনা,
প্রত্যহ পরিবে নব নব বেশ,
নাহি দুঃখ লেশ এমনি সে দেশ,
একই আনন্দ দিবস রজনী;
—সে সুখদ দেশে আইস এখনি।"

৮

যাও যাও, তবে বিলম্বে কি কাজ!
এমন সুদিন আর তো হবে না;
যাও যাও যথা করেন বিরাজ
শশিপ্রভাপ্রেম বিশদ বসনা!
করুণা ময়েরে কাণ্ডারী করিয়া
এ দুস্তর ভবজলধির জলে
জীবন-তরণী দাও ভাসাইয়া,
যাও চলে যাও দলি উর্ম্মিদলে।

———

বিরহিণীর স্বপ্ন।

১

দেখ, সখি, কত দিন, মাসেতে হইল লীন,
কত মাস বৎসরেতে একে একে ডুবিল ;
আজ কাল করে হায়, কত কাল চলে যায়,
কতবার পূর্ণশশী নৈশাকাশে শোভিল ;
কাননে, উদ্যানে কত, ফুটি পুষ্প শত শত,
শুকায়ে শাখার কোলে শোভাহীন হইল ;
কিন্তু, সহচরি, হায়, ক্ষেদে বুক ফেটে যায়,
আমার জীবন-চক্র এক(ই) ভাবে ঘুরিল !

২

কি কব মনের জ্বালা, আমরা লো কুলবালা,
কহ, সখি, কত দিন এ যন্ত্রণা সহিব !
জল ধারা আশে, হায়, তৃষিতা চাতকী প্রায়,
আশা-পথ পানে চেয়ে কত দিন রহিব ;
বল্, সখি, বল্ বল্, কত দিন এ অনল,
এমন করিয়া আর পুষিয়া লো রাখিব !
এমন করিয়া আর ,হায়, সখি, কতবার,
গড়িয়া আশার মঠ পুনরায় ভাঙ্গিব !

৩

প্রভাত হইলে নিশী; শয্যায় উঠিয়া বসি,

ম্লান মুখে মুছিধারা যেন অন্যে দেখেনা ;
ঘোমটায় মুখ ঢাকি, গৃহকর্ম্মে লিপ্ত থাকি,
মনের যন্ত্রণা, সখি, অন্য কেহ বোঝে না ;
এঘর ওঘর করি, কিন্তু প্রাণে জ্বলে মরি,
উদাস উদাস মন, কিছু ভাল লাগে না ;
বাহিরে কখন হাসি, অন্তরে অনল রাশি,
এ যন্ত্রণা, সখি, আর সহেনা লো সহেনা !

৪

যদি অবসর পাই, অমনি ধাইয়া যাই
আঁধার কক্ষেতে, হায়, প্রাণভরি কাঁদিতে ;
বসিয়া বসিয়া সই, কাঁদিয়া বিভোর হই,
অকূলসমুদ্রবক্ষে লাগি যেন ভাসিতে ;
কিন্তু সংসারের দায়, সতত কি কাঁদা যায় ?
স্থির ভাবে ক্ষণ কাল পারিনা লো বসিতে ;
আলাপ করিতে হয়, কাজ না করিলে নয়,
প্রাণ ফেটে যায় তবু লাজে নারি কহিতে !

৫

একটী স্বপন আজ নিশী শেষে হেরিয়া,
বার বার এ পরাণ উঠিছে লো কাঁদিয়া !
মনকে বুঝায়ে বলি, 'কেন রে উতলা হ'লি ?
থাকরে ধৈরজ ধরি নাহি ফল ভাবিয়া ;
অভাগীর পতি যিনি, ফিরে আসিবেন তিনি,

বাহু-পাশে অধিনীরে রাখিবেন বাঁধিয়া ; '
কিন্তু, সখি, এ কেমন, ধৈরজ ধরেনা মন,
অবিরল অশ্রুধারে যায় বক্ষ ভাসিয়া !

৬

স্বপন আবেশে আজ হেরিলাম স্বজনি,
গভীর আঁধার গ্রাস করিয়াছে অবনী ;
হ'ল অনুমান হেন, মসী মাখা বিশ্ব যেন,
এক বর্ণ একাকার নভোস্তল ধরণী ;
ঝঞ্ঝাবাত বিভীষণ, করিতেছে স্বন স্বন,
ক্ষণপ্রভা ক্ষণ হাসি হাসাইছে রজনী ;
বিঘোর মূরতি ঘন, গরজিছে ঘন ঘন
বিশ্ব যেন প্রলয়েতে মগ্ন হবে এখনি !

৭

এ হেন আকাশতলে,—এখন(ও) লো কাঁপিছে
আতঙ্কে শরীর, যবে স্বপ্ন মনে পড়িছে !—
এ হেন আকাশ তলে, সীমা শূন্য সিন্ধুজলে,
দেখিনু নাথের তরী একাকিনী ভাসিছে ;
গর্জ্জিছে তরঙ্গকুল, চতুর্দ্দিকে হুল স্থুল
সামুদ্রিক পক্ষী কত চিৎকারিয়া উড়িছে ;
উঠিছে পড়িছে তরী,—কি কহিব, সহচরি !
কভু গিরি চুড়ে, কভু রসাতলে নামিছে !

৮

সহসা ভীষণ বেগে প্রভঞ্জন বহিল,
গড় গড় করি মেঘ গরজিয়া উঠিল ;
চমকিল ক্ষণপ্রভা ; ক্ষণেক সে কাল বিভা
তিমির-বসন দূরে সরাইয়া রাখিল ;
দেখিলাম অসহায়, নাথের তরণী হায়,
তরঙ্গ আঘাতে, সখি, ডোবা ডোবা হইল ;
সজল নয়নে নাথ, ঊর্দ্ধে তুলি দুই হাত,
' বিদায় প্রেয়সি' বলি ঝম্প দিয়া পড়িল !

৯

আবার ডুবিল বিশ্ব ভয়ঙ্কর আঁধারে,
হেরিলাম সব শূন্য সে দুস্তর পাথারে ;
আবার ক্ষণেক পরে, ভুবন উজ্জ্বল করে,
হাসিল চপলা, সখি, কাঁদাইতে আমারে !
দেখিলাম হায় হায় ! রাহু যথা চন্দ্রমায়,
গ্রাসিয়াছে কালসিন্ধু মোর প্রাণসখারে !
কাঁদিলাম, সহচরি ; ভাঙ্গিল স্বপন মরি,
দেখিলাম রহিয়াছি সেই ছার সংসারে !

১০

কেন এ কুস্বপ্ন আজ হেরিলাম স্বজনি ?
বুঝিবা সত্যই প্রাণবল্লভের তরণী
ডুবেছে সিন্ধুর জলে ; বৈধব্যের রেখা ভালে

বাহু-পাশে অধিনীরে রাখিবেন বাঁধিয়া ; '
কিন্তু, সখি, এ কেমন, ধৈরজ ধরেনা মন,
অবিরল অশ্রুধারে যায় বক্ষ ভাসিয়া !

৬

স্বপন আবেশে আজ হেরিলাম স্বজনি,
গভীর আঁধার গ্রাস করিয়াছে অবনী ;
হ'ল অনুমান হেন, মসী মাখা বিশ্ব যেন,
এক বর্ণ একাকার নভোস্তল ধরণী ;
ঝঞ্জাবাত বিভীষণ, করিতেছে স্বন স্বন,
ক্ষণপ্রভা ক্ষণ হাসি হাসাইছে রজনী ;
বিঘোর মূরতি ঘন, গরজিছে ঘন ঘন
বিশ্ব যেন প্রলয়েতে মগ্ন হবে এখনি !

৭

এ হেন আকাশতলে,—এখন(ও) লো কাঁপিছে
আতঙ্কে শরীর, যবে স্বপ্ন মনে পড়িছে !—
এ হেন আকাশ তলে, সীমা শূন্য সিন্ধুজলে,
দেখিনু নাথের তরী একাকিনী ভাসিছে ;
গর্জ্জিছে তরঙ্গকুল, চতুর্দ্দিকে হুল স্থুল
সামুদ্রিক পক্ষী কত চিৎকারিয়া উড়িছে ;
উঠিছে পড়িছে তরী,—কি কহিব, সহচরি !
কভু গিরি চুড়ে, কভু রসাতলে নামিছে !

৮

সহসা ভীষণ বেগে প্রভঞ্জন বহিল,
গড় গড় করি মেঘ গরজিয়া উঠিল ;
চমকিল ক্ষণপ্রভা ; ক্ষণেক সে কাল বিভা
তিমির-বসন দূরে সরাইয়া রাখিল ;
দেখিলাম অসহায়, নাথের তরণী হায়,
তরঙ্গ আঘাতে, সখি, ডোবা ডোবা হইল ;
সজল নয়নে নাথ, ঊর্দ্ধে তুলি দুই হাত,
' বিদায় প্রেয়সি' বলি ঝম্প দিয়া পড়িল !

৯

আবার ডুবিল বিশ্ব ভয়ঙ্কর আঁধারে,
হেরিলাম সব শূন্য সে দুস্তর পাথারে ;
আবার ক্ষণেক পরে, ভুবন উজ্জ্বল করে,
হাসিল চপলা, সখি, কাঁদাইতে আমারে !
দেখিলাম হায় হায় ! রাহু যথা চন্দ্রমায়,
গ্রাসিয়াছে কালসিন্ধু মোর প্রাণসখারে !
কাঁদিলাম, সহচরি ; ভাঙ্গিল স্বপন মরি,
দেখিলাম রহিয়াছি সেই ছার সংসারে !

১০

কেন এ কুস্বপ্ন আজ হেরিলাম স্বজনি ?
বুঝিবা সত্যই প্রাণবল্লভের তরণী
ডুবেছে সিন্ধুর জলে ; বৈধব্যের রেখা ভালে

মুছিয়া সিন্দুর বুঝি ধরিব লো এখনি ;
পঞ্চ বর্ষ অশ্রুধারে, যে আশার লতিকারে,
বাঁচাইল কত যত্নে এই হতভাগিনী,
হায়, সখি,এত দিনে, বুঝি এ হৃদি-কাননে
শুকাইল সেই লতা, সেই চিত্ত তোষিণী !

বাঙ্গালির শরশয্যা।

১

‘ ঢাল ঢাল ঢাল, ঢাল অবিরল,
এ যে মুক্তিপ্রদ জাহ্নবীর জল ;
ভক্তি ভাবে খাও, সুরা গুণ গাও,
বিস্মৃতির নীরে ব্রহ্মাণ্ড ডুবাও,
ডুবাও চেতনা, ধর্ম্ম অর্থ, বল।

২

‘ এই রে লেগেছে, লেগেছে এবার,
ঘন ঘন শিরঃ ঘুরিছে আমার ;
আকাশের তারা খেমটা নাচিছে,
আকাশের চাঁদ আসরে নামিছে,
আসরের আলো কাঁপিছে আবার।

৩

‘ বাজিছে বাজনা চিত্ত দ্রব করি,

বহিছে শ্রবণে সংগীত লহরী,
করণ কুহরে মধুর মধুর,
বাজিছে শিঞ্জিনী ;—একি ব্রজপুর ?
তবে কেন বাজে মোহন বাঁশরী ?

৪

‘ তবে কেন তুমি, রাধা বিনোদিনি,
বদন ফিরায়ে হয়েছ মানিনী ?
অমানিশাচাঁদ কেন কৃষ্ণ ধন
‘ রাই কথা কও, রাখ এ জীবন ! ’
বলিয়া সাধিছ চরণ দু’খানি ?

৫

‘ এত অভিমান আমার আসরে ?
আন্ রামা, ধরি আন্ ত রাধারে !
মেয়ে হয়ে এত মানের বড়াই !
এখানে ওমান সাজিবে না রাই,
সাজিবে না রাই কহিনু তোমারে !

৬

‘ দূর কর রাধা, রাধিকার মান,
সুধাংশু বদনী আন্ বাই আন্ ;
ঘুরিছে মস্তক, ঘুরিছে অবনী ; ’
বলিতে বলিতে আসরে তখনি
বঙ্গের ভরসা হইল শয়ান !

৭

কবি কহে বেস, বেস ত সেজেছে !
তোমা সম বীর ব্রহ্মাণ্ডে কি আছে ?
পুরা কালে যত আর্য্য বীরগণ
যুদ্ধে অস্ত্র সহ করেছে শয়ন,
শর শয্যা পাতি কেহ বা শুয়েছে।

৮

আর্য্যের গৌরব—ব্রাণ্ডির বোতল !
তার মধ্যে সুরা—তরল অনল,
ধরি বাম করে—ধন্য বীর তুমি !
যশের সৌরভে ভরি জন্ম ভূমি,
স্বদেশ রক্ষিতে শুয়েছ কেবল !

৯

শুয়েছ ত শোও, উঠিও না আর,
সহিতে হবে না দাসত্বের ভার !
কি কাজ জাগিয়া ! কি কাজ বাঁচিয়া !
কি কাজ দগধ পরাণে দহিয়া !
ভীষ্ম তুমি, শরশয্যা এ তোমার !

১০

'কে ভাঙ্গিল মোর সুখের স্বপন ?
কোথা সে নন্দন সুখদ কানন ?
কোথা সে মন্দার ? কোথা সে সরসী ?

কোথা সে ঊর্ব্বশী শরদের শশী ?
কে আমারে হেথা করিল স্থাপন ?

১১

' ওই কি ঊর্ব্বশী ? নাচ সুবদনি,
ধীরে পদ ফেল, মরাল গামিনি।
কিবা দোলে দুল শ্রবণ যুগলে !
কিবা দোলে বেণী, চরণ কমলে
রুণু রুণু কিবা বাজিছে কিঙ্কিণী।

১২

ও কর-পল্লব কত খেলা খেলে।
ও দেহ-ব্রততী কত ভাবে দোলে।
ও মৃগ-নয়ন কত কথা কয় !
হাসির বিদ্যুৎ অধরে মিশায় !
ধীরে ধীরে গ্রীবা মরি কিবা হেলে ! '

১৩

পুত্তলির প্রায় রয়েছ বসিয়া
ওই দেখ বীর জৃম্ভণ করিয়া ;
ওষ্ঠ চাপা হাসি—বিদ্যুতের বাণ,
স্তরে স্তরে বিঁধি বীরের পরাণ,
আর্য্য-বীর্য্য যত লইছে হরিয়া।

১৪

' প্রলয় আগত, সবে সাবধান।
এখন(ও) হয়নি দিবা অবসান ?

সে বিধুবদনী কোথায় রহিল ?
কেন দশ দিক্ আঁধারে ডুবিল ?
কেন দেহ মোর হইছে পাষাণ ?

১৫

'জয় জয় জয়, জয় ভিক্টোরিয়া !
বঙ্গ উদ্ধারিলে রক্তগঙ্গা দিয়া !
—একিরে বালাই, আর স্বরা নাই,
—ওরে রামা বুঝি যাই যাই যাই !'
পশ্চাতে ঢুলিয়া পড়িলা অমনি !

১৬

ধন্য বীর তুমি ! ধন্য এ শয়ন !
দেখ ভীষ্ম দেব মেলিয়া নয়ন,
তব বংশমুখ সমুজ্জ্বল করি
বীর পুত্র তব আনন্দে আ'মরি
হইলা অনন্ত নিদ্রায় মগন !

———

আর্য্য নাম।

আর্য্যের মহিমা, আর্য্যের প্রতাপ,
আর্য্য সিংহনাদ, আর্য্য বীরদাপ,
আর্য্যের কোদণ্ড, আর্য্যের নিশান,
সপ্ততালভেদী বজ্রমুখবাণ,

আর্য্যের ভীষণ সমর বাজনা,
নারীকুলোত্তমা আর্য্য বীরাঙ্গনা,
ভুবন বিখ্যাত আর্য্য কীর্ত্তি যত,
গিয়াছে সকলি জনমের মত !
চেয়ে দেখ আজ হিমাদ্রি কাঁদিছে,
আর্য্য নাম স্মরি নয়ন ঝরিছে !
আজ জাহ্নবীর পবিত্র সলিল,
ম্লেচ্ছ-পদ-রেণু করেছে পঙ্কিল।
যে দিকে নিরখি শূন্য সব ঠাঁই,
আর্য্য বংশ নাই, আর্য্যাবর্ত্ত নাই।
স্মৃতির শিখায় দহিতে সবায়,
কেন আর্য্য নাম রহিল ধরায় ?
হে ভীরু বাঙ্গালি ! —নরকুলাধম,
দাসত্ব করিতে তোমার জনম ;
দাস হয়ে তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে,
দাসবৃত্তি করি জীবন কাটিলে ;
দাসের নীচতা দাসের প্রকৃতি,
দাসত্ব করিয়া বাড়াও সুখ্যাতি ;
নামে দাস তব, পরিবারে দাস,
'দাস দাসস্যেতে' তোমর(ই) উল্লাস ;
স্বাধীনতা তব অভিধানে নাই,
বীরেন্দ্র সমাজে নাহি তব ঠাঁই ;—

তুমি কেন আজ আর্য্য নাম লও ?
সে নির্ম্মল নামে কলঙ্ক মাখাও ?
তুমি কিহে সেই আর্য্যের সন্তান ?
যার বাণে শিলা হ'ত খান খান,
যার হুহুঙ্কারে দিগন্ত কাঁপিত,
কোদণ্ড টংকারে জলধি গর্জ্জিত ;
বীরাট মূরতি মহাতেজায়ান,—
তুমি কিহে সেই আর্য্যের সন্তান ?
বীর-কুল-চূড়া ভীষ্ম সদাশয়,
ভুবন বিজয়ী বীর ধনঞ্জয়
দ্রোণ বিশারদ, কর্ণ দুর্য্যোধন,
মদ মত্ত করী ভীম দুঃশাসন,
অভিমন্যু রণেজ্বলন্ত অঙ্গার ;
এই বীরগণ যার অলঙ্কার,
হায় হাসিপায় কাঁদে ও পরাণ !
তুমি কিহে সেই আর্য্যের সন্তান ?
সুধু সপ্তদশ পাঠানের করে
সঁপেছিলে তুমি লক্ষণাবতীরে !
যুদ্ধ নাম শুনে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলে,
হায় ! স্বাধীনতা, নামেতে যাহার
মৃতদেহে হয় জীবন সঞ্চার !
মৃত্যু মুখে লোক পশে অনায়াসে,

লঙ্ঘি গিরি, নদ, সাগর উল্লাসে !
রক্ষিতে যাহায় বীর দল হায়,
হৃদয়-শোণিতে ধরণী ভাষায় !
আমেরিকা মরি, রক্ষিতে যে ধন,
এক বাক্যে অসি করিল ধারণ !—
সেই স্বাধীনতা,—মহার্ঘ রতন,
বিসর্জ্জন দিলে জনম মতন !
বাঙ্গালির নামে কলঙ্ক মাখালে !
বাঙ্গালিরে ঘোর রৌরবে ডুবালে !—
বীর-কুল গ্লানি ! ভীরুর প্রধান !
তুমি কিহে সেই আর্য্যের সন্তান ?
এক বৃন্তে কভু ফোটে কি কখন
কিংশুক, গোলাপ,— উদ্যান রতন ?
এক গর্ভে কিহে জন্মে সিংহ মেষ ?
নাহি সিন্ধু বারি বিন্দুতে বিশেষ ?
ভীমবাহুবট তরুকুলেশ্বর
আর দুর্ব্বাদলে নাহি কি অন্তর ?
নক্ষত্র বিহারী বিনতা নন্দন
চালের চটক এক কি কখন ?
স্বর্গে মর্ত্যে কিহে নাহি ব্যবধান ?
তুমি কিহে সেই আর্য্যের সন্তান ?
তুমি কেন কাঁদ আর্য্য আর্য্য বলে ?

কে চিনে তোমারে এ মহীমণ্ডলে ?
রাজ স্থান যবে পাপিষ্ঠ যবন
আক্রমিল, সেই ক্ষত্র-বীরগণ
বাম হস্তে ঢাল, অন্যে তরবার,
আল্লাহুর রবে মিশায়ে হুঙ্কার,
ঝাঁপ দিল ঘোর সমর-তরঙ্গে ;
শত ধারে লোহ বহিল বরাঙ্গে ;
যুঝিতে যুঝিতে, অসিতে অসিতে,
ম্লেচ্ছমুণ্ড পাত করিতে করিতে,
অকালে সকলে পুন্য ক্ষেত্রে, হায়,
মুদিল নয়ন অনন্ত নিদ্রায় !
—সেই সব বীরবংশধর, মরি,
বিলাপিত যদি আর্য্য নাম স্মরি
ক্ষতি নাহি ছিল ; আর্য্য আর্য্য বলে
তুমি কেন আজ ভাস অশ্রুজলে ?
পঞ্চ বারি তীরে বীরাট মূরতি
যে তেজস্বী জাতি করে রে বসতি ;
একদা আপনি ব্রিটীশ কেশরী
চমকিত যার বল বীর্য্য হেরি,
সেই জাতি যদি দুঃখ প্রকাশিত,
কিয়ৎ পরিমাণে তাহাও শোভিত ;
—নিরীহ বাঙ্গালি ! কও মোরে কও,

তুমি কেন আজ আর্য্য নাম লও ?
যে কাজ তোমার সেই কাজ কর,
শ্বেতবিধাতার পাছে পাছে ফের ;
শিরঃ পাতি প্রভুপদর জঃ লও,
খাও দাও সুখে 'চ্যায়েন উড়াও',
আর্য্য বংশে কিহে তোমার জনম ?
আর্য্যদেবরূপী, তুমি নরাধম !

গঙ্গাজলে গলিত শব।

দিবা অবসান প্রায়, রজনীর মুখে
কোথা ভেসে যাও,শব, কহনা আমায় ?
সুখের সংসার ছাড়ি কহঁ কোন দুখে
একাকী চলেছ ভেসে উদাসীন প্রায় ?
এ ভাদ্র মাসের ভরা জাহ্নবীরজলে,
হায় শব, কি সাহসে চলেছ ভাসিয়া !
এখন (ই) হাঙ্গর ভীম কুম্ভীর সকলে
ক্রমে ক্রমে দেহ তব ফেলিবে গ্রাসিয়া।
যেওনা, যেওনা শব, ক্ষণেক দাঁড়াও,
কি রঙ্গে তরঙ্গ ' পরি দুলিতে দুলিতে
কোথা হ'তে আসিতেছে ? কোথা ভেসে যাও ?
সলিল-শয্যায় কেন পৃথিবী থাকিতে ?
দেখনা কি চক্ষে তুমি ? গোধূলির রাগে

গঙ্গাজলে খেলে, কিবা স্বর্ণবীচিমালা ;
দেখনা কি তুমি ? ওই পশ্চিমের ভাগে
ধীরে ধীরে ডুবিতেছ কণকের থালা ;
ধীরে ধীরে ভাসিতেছে জলের উপরে
প্রশস্ত সুবর্ণ পথ কিবা মনোহর ;
বিস্তারি ধবল পাল থরে থরে থরে
সারি সারি কত তরী চলেছে সুন্দর !
জাহ্নবীর শ্যামতটে বৃক্ষের শাখায়,
শোন না কি বিহঙ্গের বৈকালিক গান ?
দূরে বাঁশরীর রব শোন নাকি হায় ?
শোন না কি কৃষকের সুললিত তান ?
কি কাল ব্যাধির হস্তে পড়িয়াছ, শব !
এ রোগের নাহি কিহে কোন প্রতিকার ?
আর্য্যদের আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র, মন্ত্র, সব,
সত্যই পরাস্ত কিহে মানিল এবার ?
হায় কি দুর্দ্দশা তব হয়েছে এখন !
গলিতধবলঅঙ্গ পূতি গন্ধ ভরা,
সর্ব্বাঙ্গে তোমার কৃমি করিছে ভ্রমণ,
—বরিষায় কেঁচুয়ায় পূর্ণ যথা ধরা !
নির্দ্দয় বায়স বসি মুখের উপরে
পদ নখে নাসিকায় কষিয়া ধরিয়া
ডুবাইয়া চঞ্চুপুট নয়ন কোটরে

খাইছে সুখাদ্য তুষ্ট উদর পূরিয়া !
কেন ধরিয়াছ হেন দিগম্বর সাজ ?
এ সভ্য সমাজে কেন হেন আচরণ ?
একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছ কি লাজ ?
ধরা ধামে এক খণ্ড পেলেনা বসন ?
ভাবিয়া তোমার দশা বিদরে হৃদয় !
এমনি নির্দ্দয় কি হে মানুষের মন,
ভাসাইয়া দিল তোমা এমন সময় ?
ঝরিল না তব দুঃখে কাহার নয়ন ?
উদাসীন ছিলে কিহে সংসার ভিতর ?
আপন বলিতে, হায়,কেহ নাহি ছিল ?
এহেন দুরন্ত রোগে নিরখি কাতর,
কে তোমারে জাহ্নবীর নীরে ভাসাইল ?
যাঁর কোলে কাটাইলে সুখের শৈশব,
স্নেহের প্রতিমা যিনি এ মহীমণ্ডলে,
তিনিও তোমারে কিহে ত্যজিলেন, শব ?
নাহি লইলেন তুলি সুশীতল কোলে ?
ত্যজিল তোমায় কিহে তব প্রণয়িনী ?
প্রাণাধিক যারে তুমি করিতে যতন ;
এ সংসারে যে তোমার সতত সঙ্গিনী,
সেও কি তোমারে, শব, ত্যজিল এখন ?
কোন গৃহ অন্ধকার করে এলে হায় ?

কোন জননীর বুকে বিঁধি শোক-বাণ ;
ইহ জীবনের তরে লয়েছ বিদায় ?
হৃদয় তোমার কিহে এমনি পাষাণ ?
কোন্ রমণীরে আজ অনাথিনী করি
আইলে চলিয়া ? হায় মুছিয়া বালার
সুন্দর সিন্দুর বিন্দু, অলঙ্কার হরি
ধবল উত্তরি মাত্র অঙ্গে দিলে তার !
ত্যজিয়া জনম ভূমি, জনক জননী,
কাটিয়া মায়ার, মরি কুসম-বন্ধন,
কোথা যাও ? ওই দেখ তমিস্রা রজনী,
পূর্ব্ব দিক্ হ'তে, হায়, গ্রাসিছে ভুবন !
হে শব, একটী তত্ত্ব তোমারে সুধাই ;—
মানবেরা অন্ধ যথা নয়ন থাকিতে
তুমিও এখন কিহে রহিয়াছ তাই ?
এখন (ও) কি ভবিষ্যৎ পার না দেখিতে ?
যেই যবনিকা মোরা তুলিতে অক্ষম,
কিম্বা তুমি তুলি তারে ধীরে ধীরে ধীরে,
নবীন রাজ্যের নব শোভা অনুপম
হেরিয়া ভাসিছ সুখসাগরের নীরে ?
যদি দেখিতেছ, তবে কহ মোরে আজ,
কোথায় সে দেশ ? মরি ! দেখিতে কেমন ?
সে গগনে সুধানিধি করে কি বিরাজ ?

করে কি দিবসে ভানু কর বিতরণ ?
এই মত বৃক্ষশাখে আনন্দে বসিয়া
এই মত পক্ষী কিহে বরষে সুস্বর ?
এই মত শত শত কুসুম ফুটিয়া
সৌরভে পাগল করে বিলাসী ভ্রমর ?
এই মত সুখ দুঃখ, হরিষ বিষাদ ?
এই মত স্নেহ, ভক্তি, পবিত্র প্রণয় ?
এই মত ঐক্যানৈক্য, বাদ বিসম্বাদ ?
বিচ্ছেদ, মিলন, আশা, ভগন হৃদয় ?
কিম্বা সে অপূর্ব্ব দেশ জিনিয়া কল্পনা
শোভে নীলাম্বর তলে কনকমণ্ডল ;
পরাজি কোকিল—কণ্ঠ বাজিছে বাজনা,
চতুর্দ্দিগে হেম-জ্যোতিঃ করে ঝল মল ;
পীযূষ সলিলা শত বহে তরঙ্গিনী ;
হীরকের ফল শোভে মরকত শাখে ;
প্রকৃত মুকুতা লয়ে ঊষা বিনোদিনী,
প্রভাতে প্রকৃতি অঙ্গ সাজাইয়া রাখে ;
অনন্ত সুখের ধাম, সতত উল্লাস,
ভাবনার ছায়া তথা পারে না পশিতে ;
শোক, দুঃখ, রোগ, তাপ, দারিদ্র্য, হুতাশ,
সে দেশনিবাসীদিগে পারে না দংশিতে ?

———

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

১

আশ্বিন-দশমী ! স্থির জাহ্নবীর জলে
বিম্বিত গোধূলি-মুখ করুণ বিমল ;
একখানি ক্ষুদ্র-তরী ধীরে ধীরে চলে
বক্ষে বহি গিরিজার চরণ-কমল।

২

'যাও বৎসরেক তরে নগেন্দ্র নন্দিনি !'
এতেক কহিয়া সবে তুলিয়া সতীরে
নয়নসলিলে ভাসি হায় রে তখনি
বিসর্জ্জন দিল পূত জাহ্নবীর নীরে।

৩

চারিদিকে জল রাশি ছিটিয়া উঠিল,
পরদুঃখে যেন নদী কাতর হইয়া
বরষি নয়ন-বারি শোক প্রকাশিল,
যতনে প্রতিমা খানি হৃদয়ে লইয়া।

৪

উঠিল ছিটিয়া জল ; ধীরে ধীরে, হায় !
প্রতিমা গভীর জলে করিল প্রবেশ ;
এখন(ও) সুবর্ণ-আভা কিছু দেখা যায়,
এবে আর প্রতিমার নাহিক উদ্দেশ।

৫

এই দশমীর দিনে,—বৎসরেক গত—
হৃদয়-মণ্ডপ মম অন্ধকার করে,
প্রাণের প্রতিমা, হায়, জনমের মত
বিসর্জ্জন দিয়াছিনু কালের সাগরে।

৬

ভক্তেরা শোকার্ত্ত মনে, সত্য, ফিরে যায়,
কিন্তু আশা তাহাদের লভে না নির্ব্বাণ ;
আবার আশ্বিন আসে, হেরে পুনরায়
শরৎসুধাংশু সম উমার বয়ান।

৭

আমার (ও) প্রতিমা কিরে ফিরিবে আবার ?
আশ্বিন, দীনের ভাগ্যে, আর কি আসিবে ?
ঘুচিবে মনের দুঃখ, ঘুচিবে আঁধার ?
আনন্দ-হিল্লোলে হিয়া আর কি দুলিবে ?

৮

কে খুলিল সহসা এ চিন্তার দুয়ার ?
কেন স্মৃতি মায়াবিনী বিগত ঘটনা
নবীন উজ্জ্বল বর্ণে মানসে আমার
আঁকিল, আবার দিতে এ ঘোর যাতনা ?

৯

একটি বৎসর গত দেখিতে দেখিতে !

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

১

আশ্বিন-দশমী ! স্থির জাহ্নবীর জলে
বিম্বিত গোধূলি-মুখ করুণ বিমল ;
একখানি ক্ষুদ্র-তরী ধীরে ধীরে চলে
বক্ষে বহি গিরিজার চরণ-কমল।

২

‘ যাও বৎসরেক তরে নগেন্দ্র নন্দিনি !’
এতেক কহিয়া সবে তুলিয়া সতীরে
নয়নসলিলে ভাসি হায় রে তখনি
বিসর্জ্জন দিল পূত জাহ্নবীর নীরে।

৩

চারিদিকে জল রাশি ছিটিয়া উঠিল,
পরদুঃখে যেন নদী কাতর হইয়া
বরষি নয়ন-বারি শোক প্রকাশিল,
যতনে প্রতিমা খানি হৃদয়ে লইয়া।

৪

উঠিল ছিটিয়া জল ; ধীরে ধীরে, হায় !
প্রতিমা গভীর জলে করিল প্রবেশ ;
এখন(ও) সুবর্ণ-আভা কিছু দেখা যায়,
এবে আর প্রতিমার নাহিক উদ্দেশ।

৫

এই দশমীর দিনে,—বৎসরেক গত—
হৃদয়-মণ্ডপ মম অন্ধকার করে,
প্রাণের প্রতিমা, হায়, জনমের মত
বিসর্জ্জন দিয়াছিনু কালের সাগরে।

৬

ভক্তেরা শোকার্ত্ত মনে, সত্য, ফিরে যায়,
কিন্তু আশা তাহাদের লভে না নির্ব্বাণ ;
আবার আশ্বিন আসে, হেরে পুনরায়
শরৎসুধাংশু সম উমার বয়ান।

৭

আমার (ও) প্রতিমা কিরে ফিরিবে আবার ?
আশ্বিন, দীনের ভাগ্যে, আর কি আসিবে ?
ঘুচিবে মনের দুঃখ, ঘুচিবে আঁধার ?
আনন্দ-হিল্লোলে হিয়া আর কি দুলিবে ?

৮

কে খুলিল সহসা এ চিন্তার দুয়ার ?
কেন স্মৃতি মায়াবিনী বিগত ঘটনা
নবীন উজ্জ্বল বর্ণে মানসে আমার
আঁকিল, আবার দিতে এ ঘোর যাতনা ?

৯

একটি বৎসর গত দেখিতে দেখিতে !

জীবন-জলধি-তীরে একাকী বসিয়া,
একটি বৎসর হ'তে নয়ন-বারিতে
নিবারি মনের অগ্নি যতন করিয়া।

১০

শৈশবের ভালবাসা— হিরকে যেমন—
এখন সহসা মনে হইল উদয়,
কমল-কলিকা সম বালিকা যখন
আছিলে, উজ্জ্বল করি জনক আলয়।

১১

তখন আমিও শিশু। একত্রে দু' জনা
একই পুতুল লয়ে খেলিতাম, প্রিয়ে;
একই দোঁহার চিন্তা, একই ভাবনা—
দুই মুক্তা গাঁথা যেন এক সূত্র দিয়ে।

১২

হেসে গদ গদ দোঁহে একই কারণে;
একই কারণে, হায়, ঝরিত তখন
চারি চক্ষে বারিধারা; একই দহনে
দহিত প্রভাত-পদ্ম—দোঁহার বদন।

১৩

একত্রে প্রত্যুষে উঠি ফুলডালা হাতে
বহির্ভাগে যাইতাম ফুল তুলিবারে,
সাজিত দোঁহার কেশ শিশির সম্পাতে,

ঊষার কিরণ হেম চুম্বিত দোঁহারে।

১৪

একত্রে তটিনীতীরে ধীরে ধীরে গিয়া
বসিতাম, খেলিতাম, হাসিতাম কত;
গণিতাম যত তরী যাইত ভাসিয়া;
গণিতাম ঊর্দ্ধগামী বিহঙ্গম যত।

১৫

শৈশবে সকল(ই) মরি, মধুর সুন্দর!
একদা মধ্যাহ্নে দোঁহে খেলার ছলনে
গেলাম নির্ভয় মনে অরণ্য ভিতর,
উভয়ে উভয় বাঁধি বাহুর বন্ধনে।

১৬

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিস্তারিয়া শাখা
প্রখর রবির কর ফেলেছে ঢাকিয়া,
চারিদিক্ ঘোরতর অন্ধকার মাখা,
বহিছে স্বনিছে বায়ু থাকিয়া থাকিয়া।

১৭

থাকিয়া থাকিয়া কোন শাখার উপর
পাখীর পাখার শব্দ কভু শুনা যায়,
কভু কৃষ্ণকায় ধূর্ত্ত বায়স নিকর
আঁধারে মিশায়ে দেহ সুকণ্ঠ বাজায়।

১৮

ফুরাল কৌতুক, মনে ভয় উপজিল ;
'মা' 'মা' বলিয়া তুমি কাঁদিয়া উঠিলে,
নলিন-নয়নে তব সলিল ঝরিল,
সভয়ে আমার গ্রীবা আঁটিয়া ধরিলে।

১৯

আমিও তোমার সঙ্গে কাঁদিলাম কত !—
একই বরিষা যেন ফুটাল হরষে
যুগল স্ফটিক উৎস ; বায়ুবেগে নত
শিশির, কমলদ্বয়, ঢালিল সরসে।

২০

কাঁদিতে কাঁদিতে হ'ল শরীর বিকল,
কাঁদিতে কাঁদিতে হ'ল নিদ্রার আবেশ,
কাঁদিতে কাঁদিতে পাতি বসনঅঞ্চল
গভীর নিদ্রায় দোঁহে অচেতন শেষ।

২১

অন্বেষণ তরে আসি জনক তোমার,
হেরিলেন নিদ্রাগত উভয়ে সে বনে ;
শৈশবের সেই প্রেম—সুধার আধার,
হেরিয়া আনন্দ তাঁর উপজিল মনে।

২২

সেই দিন হ'তে মম পিতার সহিত

তোমার পিতার আরো বন্ধুত্ব বাড়িল,
প্রস্তাব, সুলগ্নে হল কার্য্যে পরিণত,—
পরিণয়-পূত-পাশ দোঁহারে বাঁধিল।

২৩

কৈশোরের সেই চিত্র—চতুর্দ্দশী চাঁদ,
সরল চঞ্চল তব নয়ন যুগল
ঈষদ জলদে ঢাকা বিজলির ছাঁদ
অতুল অস্ফুট তব বদন মণ্ডল ;

২৪

মধুর মোহন হাসি, কাদম্বিনী কেশ,
কখন ভূষিত অঙ্গ কনক ভূষণে,
কখন সর্ব্বাঙ্গে পরা কুসুমের বেশ,—
বল, প্রিয়ে, সেইরূপ ভুলিব কেমনে ?

২৫

সেই খঞ্জনের মত সচঞ্চল গতি,
এই দাঁড়াইয়া স্থির প্রতিমা যেমন,
এই নাই, —অন্তরীক্ষে বিজলি যেমতি
ক্ষণ দেখা দিয়ে মেঘে লুকায় বদন।

২৬

সেই সুকোমল যত বচন তোমার,
কখন হরষে মাখা, বিষাদে কখন,
আধ আধ ভাঙ্গা তবু সুধার আধার,—

কেমনে সে সব, প্রিয়ে, ভুলিব এখন ?

২৭

আবার নূতন মূর্ত্তি ; যৌবনজীবনে
বদনকমল যবে ভাসিল তোমার,
পড়িল লজ্জার রেখা কুরঙ্গ নয়নে—
সহসা নদীতে হ'ল বরিষা সঞ্চার।

২৮

মনে পড়ে,—দিবাভাগে পড়িতে পড়িতে
চাহিতাম যদি কভু নয়ন তুলিয়া,
সম্মুখে তোমারে, প্রিয়ে, পেতাম দেখিতে
স্থির সৌদামিনী সম আছ দাঁড়াইয়া।

২৯

কখন মেলিয়া সুখে চরণ যুগল
বসেছ লিখিতে, করে লেখনী লইয়া ;
আচ্ছাদি কপোলযুগ পড়েছে কুন্তল,
কভুবা রাখিছ কেশে ধীরে সরাইয়া।

৩০

কখন অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া বদন
লজ্জাশীলা কুলবধূ দাঁড়াইয়া, হায়,
কখন রন্ধনশালে করিছ রন্ধন,
দ্বিগুণ উজ্জ্বল মুখ লোহিত বিভায়।

৩১

শুকাল বিকচ পদ্ম গোধূলি পরশে ;
নিরদয় ব্যাধি আসি ধরিল তোমায় ;
গ্রাসিল চাঁদেরে রাহু ; অদৃষ্টের বশে
সম্বরিয়া ভবলীলা লইলে বিদায়।

৩২

জ্বলিল ভীষণ বহ্নি জাহ্নবীর তীরে,
ভস্মশেষ হ'ল, হায় তোমার বদন !
আমার দশমী ; ভাসি নয়নের নীরে
প্রাণের প্রতিমা আমি দিনু বিসর্জ্জন।

শারদীয় উৎসব।

১

এক দিন নহে, নহে দুই দিন,
তিন শ পঁয়ষট্টি দিবসের পরে
দুঃখ-কুজ্ঝটিকা হ'ল কি বিলীন ?
এলে কি, পাষাণি, বাঙ্গালির ঘরে ?
কত দিন হ'ল হায় মা তোমায়,
গোধূলির শেষে ভাগারথী নীরে
অশ্রুজলে ভাসি দিয়াছি বিদায় !
গিয়াছ কাঁদায়ে বঙ্গ অভাগারে !

২

তুমিই কহনা, নগেন্দ্র নন্দিনি,
ধৈরয কি ধরে মায়ের পরাণ,
নিশ্চিন্ত কি রহে করুণারূপিনী
(সংজ্ঞা শূন্য যথা অচল পাষাণ)
এতদীর্ঘকাল সন্তানের মুখ
বারেক(ও) নয়নে নাহি নিরখিয়া ?
এতদীর্ঘকাল সন্তানের দুখ
জননী কি কভু রহে পাশরিয়া ?

৩

সহসা কি ভেবে দরশন দিলে ?
বঙ্গ সন্তানের করুণক্রন্দন
এতদিন পরে আজ কি শুনিলে ?
সতত যেমন বহে প্রস্রবণ
শ্যামাঙ্গে গিরির, সেই রূপ, হায় !
চক্ষে বাঙ্গালির বহে শত ধারা !
ষষ্ঠীনিশিশেষে জাগিয়া শয্যায়
তাই দেখে কিগো এলে দীনতারা ?

৪

দাসত্ব-শৃঙ্খল চরণে বাঁধিয়া
কত যে কেঁদেছি এই এক বৎসরে !
সজল নয়নে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া

কত যে ডেকেছি রাজ রাজেশ্বরে !
মরমের ব্যথা চাপিয়া মরমে
কত যে ভাবিয়া হয়েছি বিহ্বল.
পরপদাঘাত—হায় মা, সরমে
হয় কণ্ঠরোধ চক্ষে আসে জল !—

৫

পরপদাঘাত—আর্য্য-সুত হয়ে—
পরপদাঘাত খেয়েছি যে কত !
কত শোক-শেল বিঁধেছে হৃদয়ে !
কত আশা-লতা হইয়াছে হত !
পাষাণের মেয়ে যদিও পাষাণী
তুমিও যদি মা করিতে দর্শন,
দুঃখে তব হৃদি দ্রবিত তখনি,
অনল উত্তাপে কাঞ্চন যেমন।

৬

সহিয়াছি যাহা কহিয়া কি কাজ ?
যে তিনটী দিন বঙ্গসিংহাসনে
তুমি শুভঙ্করি করিবে বিরাজ,
সে তিনটী দিন আনন্দ বদনে
উৎসব- সাগরে দিব মা সাঁতার,
সুখের নেশায় হব মাত্‌ওয়ারা ;
ভূতপূর্ব্ব কথা স্মরিব না আর,

২

তুমিই কহনা, নগেন্দ্র নন্দিনি,
ধৈরয কি ধরে মায়ের পরাণ,
নিশ্চিন্ত কি রহে করুণারূপিনী
(সংজ্ঞা শূন্য যথা অচল পাষাণ)
এতদীর্ঘকাল সন্তানের মুখ
বারেক(ও) নয়নে নাহি নিরখিয়া ?
এতদীর্ঘকাল সন্তানের দুখ
জননী কি কভু রহে পাশরিয়া ?

৩

সহসা কি ভেবে দরশন দিলে ?
বঙ্গ সন্তানের করুণক্রন্দন
এতদিন পরে আজ কি শুনিলে ?
সতত যেমন বহে প্রস্রবণ
শ্যামাঙ্গে গিরির, সেই রূপ, হায় !
চক্ষে বাঙ্গালির বহে শত ধারা !
ষষ্ঠীনিশিশেষে জাগিয়া শয্যায়
তাই দেখে কিগো এলে দীনতারা ?

৪

দাসত্ব-শৃঙ্খল চরণে বাঁধিয়া
কত যে কেঁদেছি এই এক বৎসরে !
সজল নয়নে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া

কত যে ডেকেছি রাজ রাজেশ্বরে !
মরমের ব্যথা চাপিয়া মরমে
কত যে ভাবিয়া হয়েছি বিহ্বল.
পরপদাঘাত—হায় মা, সরমে
হয় কণ্ঠরোধ চক্ষে আসে জল !—

৫

পরপদাঘাত—আর্য্য-সুত হয়ে—
পরপদাঘাত খেয়েছি যে কত !
কত শোক-শেল বিঁধেছে হৃদয়ে !
কত আশা-লতা হইয়াছে হত !
পাষাণের মেয়ে যদিও পাষাণী
তুমিও যদি মা করিতে দর্শন,
দুঃখে তব হৃদি দ্রবিত তখনি,
অনল উত্তাপে কাঞ্চন যেমন।

৬

সহিয়াছি যাহা কহিয়া কি কাজ ?
যে তিনটী দিন বঙ্গসিংহাসনে
তুমি শুভঙ্করি করিবে বিরাজ,
সে তিনটী দিন আনন্দ বদনে
উৎসব- সাগরে দিব মা সাঁতার,
সুখের নেশায় হব মাত্‌ওয়ারা ;
ভূতপূর্ব্ব কথা স্মরিব না আর,

বর্ষিব না আর নয়নের ধারা!

৭

তব আবির্ভাবে, নগেন্দ্র নন্দিনি,
দেখ দেখ, আজ কি শোভা হইল!
শুভ্র চন্দ্রিকায় শশাঙ্করঙ্গিনী
আজ আপনার বদন ঢাকিল!
শুভ্র চন্দ্রিকার রজত লহরী
প্রকৃতিরে আজ করিল প্লাবিত!
শুভ্র চন্দ্রিকায় কুসুম, বল্লরী,
তরু, শ্যাম তৃণ করিল শোভিত!

৮

শুভ্র চন্দ্রিকায় হইল উজ্জ্বল
বঙ্গ অবলার বিষণ্ণ বদন!—
বিজন কাননে মল্লিকা ধবল
সেই চন্দ্রিকায় শোভেরে যেমন!
এ আনন্দে স্বধু একটি নলিনী
মেলিল না আঁখি, হাসিল না মরি!
অন্ধকারে বসি কাঁদে অভাগিনী
বাল বিধবারা সুখ স্বপ্ন স্মরি!

৯

শারদঅম্বরস্বচ্ছনীলিমায়
সপ্তমীর চাঁদ শোভিল সুন্দর!

শত শত চাঁদ সারি সারি, হায়,
সরসীর নীরে ভাসে মনোহর!
শত শত চাঁদ বাঙ্গালির ঘরে
পুনরায় আজ উদয় হইল!
আজ বাঙ্গালির হৃদয়-সাগরে
পূর্ণ জোয়ারের তরঙ্গ উঠিল!

১০

কি আনন্দ আজ দেখ মা চাহিয়া!
দেখ বঙ্গ হেমকিরণমালিনী!
ধূপ চন্দনের সুরভি বহিয়া
ফিরিতেছে বায়ু তুষিতে যামিনী!
রহি রহি বাজে মঙ্গল বাজনা!
সুকোমল স্বরে সঙ্গে সঙ্গে তার
দেয় হুলুধ্বনী বঙ্গ কুলাঙ্গনা,
শ্রবণে বরষি অমৃতের ধার!

১১

সকলের (ই) আজ হাসি খুসি মুখ!
নববস্ত্র মরি করি পরিধান
বালক বালিকা ভুঞ্জে কত সুখ!
ভুঞ্জে কত সুখ ভকতের প্রাণ!
নাহি করে কেহ নিদ্রার সাধনা,
শয্যা হ'তে রোগী উঠিয়া বসেছে!

পিতা, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ললনা,
বহু দিন পরে একত্র হয়েছে !

১২

বহুদিন পরে অভাগিনী মার
এ দীর্ঘ রজনী প্রভাত হইল,
শত শত বার চুম্বিয়া কুমার
অঙ্কের নিধিরে অঙ্কে বসাইল।
বহুদিন পরে ভুবন মোহিনী
পুত্রবধূ আসি বন্দিল চরণ ;
ধান দুর্ব্বা লয়ে আনন্দে জননী
'সুখে থাক' বলি করিলা বরণ।

১৩

বহুদিন পরে বিরহিনী বালা
বিগলিত ধারা অঞ্চলে মুছিয়া,
পরিল যতনে সিঁথি কণ্ঠমালা,
সাজিল সুন্দরী হাসিয়া কাঁদিয়া !
আজ পতি তার ফিরে এলো ঘরে,
এক বৎরের ঘুচিল যাতনা,
সুখ দুঃখ কথা কহি প্রাণেশ্বরে
পূরাইবে বালা মনের বাসনা !

১৪

ফিরে এলো ঘরে রাজলক্ষ্মী মেয়ে

বুকে পিঠে শিশু ননীর পুতুল !
বৃদ্ধা মাতামহী চলিলেন ধেয়ে
হেরে অশ্রু জলে ভাসিল দুকূল !
খেলার সঙ্গিনী সরলা বিমলা
একে একে আসি ঘেরিয়া বসিল ;
একে একে যেন বেড়ি শশিকলা
হেমজ্যোতিতারা ফুটিতে লাগিল !

১৫

এই চিত্রখানি বাঙ্গালির ধন !
স্বদেশে বিদেশে সকল সময়
এই চিত্রখানি করিয়া স্মরণ
দুখ জর্জ্জরিত হৃদয় জুড়ায় !
রোগের শয্যায় বিদেশে শুইয়া
এ চিত্রের কথা ভাবি মা যখন,
জ্যোতির্ম্ময়ী কত মূরতি আসিয়া
নীরবে শিয়রে দাঁড়ায় তখন।

উদ্বোধন।

জাগো মা আমার।

১

জাগো মা আমার! গোধূলি আইল,
পশ্চিমে দিনেশ গড়ায়ে পড়িল ;
এ কাল নিদ্রায় কত দিন আর
রবে অচেতন! জাগো মা আমার!
জাগো মা! কাতরে ডাকিছে তনয়!

২

কত দিন হ'ল ঘুমাইলে বল!
কত যুগ কাল-সাগরে ডুবিল?
এ কেমন ঘুম ঘুমাইছ, মাগো!
শুন, কথা শুন, এক বার জাগো!
এই কি তোমার নিদ্রার সময়?

৩

মা! তুমি কি মন পাষাণে বেঁধেছ?
কোলের সন্তানে ভুলিয়া রয়েছ!
সেই দ্বাপরের কুরুক্ষেত্র রণে
বক্ষে বাঁধি মৃত বীরপুত্রগণে
ঘুমায়েছ, আহা, কাঁদয়ে সংসার!

৪

দেখিতে দেখিতে কত দিন হ'ল।
কত দেশ মহা সমুদ্রে ডুবিল!
জন্মিল মরিল রাজা শত শত!
তোমার (ও) উপরে ঝঞ্ঝাবাত কত
(প্রলয়ে যেমন) ছাড়িল হুঙ্কার!

৫

গেল মুসল্‌মান, আইল মোগল,
পদ ভরে ধরা করি টল মল ;
বারিবিন্দু যথা বালুকা রাশিতে
অন্তর্দ্ধান হয় দেখিতে দেখিতে
সে রাজ্যও, হায়, গেল মিশাইয়া!

৬

তৃতীয় রাজত্ব হইছে এখন ;
ব্রিটিশ হর্য্যক্ষ করিছে গর্জ্জন ;
বক্ষে সিংহ ধরি উড়িছে নিশান ;
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপায়ে ধ্বনিছে কামান ;
বাজিছে বাজনা—' জয় ভিক্টোরিয়া '।

৭

আজি শুভ নিশি, জাগো মা আমার!
তোমারে দেখিতে দেখ রাজকুমার
হাঙ্গর, কুম্ভীর, মগ্ন গিরিময়

সাত সমুদ্রের নাহি করি ভয়
শ্বেত-দ্বীপ হ'তে এলেন আপনি।

৮

জাহ্নবী সলিলে দেখ মা চাহিয়া,
কাতারে কাতারে কেতু উড়াইয়া
কত শত পোত শোভিছে সুন্দর!
কাতারে কাতারে কিবা মনোহর
(উচ্চবৃক্ষশাখে বিহঙ্গ যেমনি)

৯

গুণবৃক্ষশিরে যোদ্ধা শত শত
দাঁড়াইয়া স্থির পুত্তলির মত!
ছায়া বাজি প্রায় কত রঙ্গ করে!
কভুবা বন্দুক স্কন্ধের উপরে,
কভু হস্তে করি অচল দাঁড়ায়!

১০

এক সঙ্গে কভু দক্ষিণে ঘুরিয়া
পুনরায় বামে আইসে ফিরিয়া;
কভু রজ্জু ধরি বাদুড় যেমন
তিন্তিড়ীর শাখে শঙ্কাশূন্যমন
সশস্ত্রে ঝুলিয়া নামে পুনরায়।

১১

ওই সিরাফিসে ধ্বনিল কামান,

'ধ্রম্' 'ধ্রম্' নাদে দিক্ কম্পবান্!
একে বারে শত তরণী হইতে
শত শত তোপ লাগিল গর্জ্জিতে,
শত শত কেতু খসিয়া পড়িল!

১২

প্রিন্সেপের ঘাটে চারু হর্ম্ম্য শিরে
একটী সৈনিক ধীরে ধীরে ধীরে
হেলাইল কেতু, কাঁপায়ে নগরী
দুর্গে দর্পে তোপ গরজিল মরি;
রাশি রাশি ধূম আকাশে উঠিল!

১৩

দেখ, দেখ মাগো, কিবা চমৎকার!
চন্দ্রাতপ তলে দাঁড়ায়ে কুমার!
সৈনিকের বেশ; বদন উজ্জ্বল;
বক্ষে শত 'তারা' করে ঝল মল;
ধবল পালখ শিরোঽক্ষে উড়িছে!

১৪

কটিবন্ধে অসি রতনে খচিত
প্রতি পদক্ষেপে হইছে ধ্বনিত;
মহিমার ভাতি বদন মণ্ডলে;
বিরাজে গরব স্ফীত বক্ষঃ স্থলে;
দৃষ্টি রূপে যেন কিরণ ছুটিছে!

১৫

১৫

চন্দ্রাতপ তলে রাজসূয় আজ !
চন্দ্রের চৌদিকে নক্ষত্রসমাজ !
দাক্ষিণাত্য হ'তে নিজামের দূত,
জয়পুরপতি শ্রেষ্ঠ রজপুত,
ওই যোধপুর সূর্য্য-বংশধর।

১৬

হিমাদ্রিশেখরে শোভে রাজ্য যার,
ভূতলে নন্দন, সৌন্দর্য্যের সার,
ওই কাশ্মীর ; স্বাধীন নেপাল;
আমীর, ওমরাও, নবাব, ভূপাল,
ঘেরিয়া কুমারে শোভিছে সুন্দর।

১৭

আজি কলিকাতা কিরণমালিনী।
বনে বনে যথা বন বিহারিণী
মিরেন্দা ভ্রমিত, আজ ঘরে ঘরে
আমোদ মোহিনী আনন্দে বিচরে,
নিদ্রা তন্দ্রা আজি লয়েছে বিদায় !

১৮

দূর নীলিমায় দুর্গের বদন
কনক আলোকে চিত্রিত কেমন !
গগনবিহারীমনুমেণ্টগলে !

স্বর্ণদ্বীপমালা কিবা ঝলমলে !
কিবা ঝলমলে অতুল শোভায়

১৯

মিউজিয়ামের প্রাসাদ উজলি
রেখায় রেখায় হেমদীপাবলী !
টেলিগেরাফের ত্রিতল ভবন,
কি অপূর্ব্ব শোভা করেছে ধারণ !
দেব শিল্পী যেন মহামন্ত্র বলে

২০

কনক বরণে আঁকিয়া ভবন,—
আঁকি শত দ্বার, চারু বাতায়ন,
কার্ণিশের রেখা, স্তম্ভ সারি সারি,
সরগের শোভা মরত বিহারী
দেখাইতে নরে রাখিলা ভূতলে।

২১

গ্যাস 'করোণেট' গ্যাসের কমল,
গ্যাসের নক্ষত্র করে ঝলমল,
গ্যাসের তপন হরিছে আঁধার,
গ্যাসালোকে গাঁথা হীরকের হার ;
ইন্দ্রপুরী সম শোভিছে নগর !

২২

দেখেছ ত্রেতায় লঙ্কার বিভব,

শত কৌরবের দেখেছ গৌরব ;
ইংরাজ মহিমা দেখ মা এখন,
জনমে কি কভু দেখেছ এমন ?
এমন অদ্ভুত দৃশ্য মনোহর ?

২৩

রাজবর্ত্ম পার্শ্বে প্রাসাদের গায়
চারু চিত্র কত দেখ শোভা পায় !
কোথা কৈলাসের শ্যামল শেখরে
মগ্ন মহেশ্বর ধেয়ান-সাগরে ;
কোথা শোভে 'তাজ' চিত্তবিনোদন।

২৪

গোয়ালিয়ারের দুর্গ দুরজয়
করিছে ভ্রূকুটি ভীম পরিখায় ;
চিত্রিত 'ইলোরা', কোথা চিত্র পটে ;
কোথাও উদিছে গিরির সঙ্কটে
ছিটায়ে কনক সহস্র কিরণ !

২৫

কিরীচে কিরীচে বিদ্যুৎ খেলিছে ;
পদাতির পদ উঠিছে পড়িছে ;
সদর্পে চলিছে অশ্বারোহী দল,—
অঙ্গে অস্ত্র নানা করে ঝল মল ;
সারি সারি শত উড়িছে নিশান ;

২৬

'ধুতুর' 'ধুতুর' বাজিছে বিগুল,—
ধ্বনিছে আকাশ সমুদ্রের কুল ;
সমর বাজনা দপটে বাজিছে,—
বীর বক্ষে বেগে শোণিত ছুটিছে ;
রহি রহি শত গর্জ্জিছে কামান।

২৭

আজি এ নগর মহোৎসবে রত,
ঢের ঘুমায়েছ, মাগো, আর কত !
আসিছেন তোমা দেখিতে কুমার,
চক্ষু মেলে উঠে বসো মা আমার !
এ সময়ে কি গো ঘুমাইতে হয় ?

২৮

দেখিতে তোমায় আসিছেন যিনি
সভ্য দেশে তিনি সভ্যচূড়ামণি ;
উঠ অবগাহি জাহ্নবীর জলে,
পর বেশ ভূষা, পর কুতূহলে,
আনন্দ-সাগরে ডুবাও হৃদয়।

২৯

তাহা নহে, মাগো, তুমি ভিখারিণী,
ভিখারিণীবেশে দেখিবেন তিনি ;
হাস নাই তুমি কত দিন হ'ল,

কি সুখে, কেমনে এবে আর বল
হাসিবে ? ভুলিবে পূর্ব্ব দুখ যত ?

৩০

এই বেশে চল ; এই এলায়িত
শত বৎসরের ধূলায় লুণ্ঠিত
কুন্তল তোমার, বাঁধিও না আর,
মুছিওনা, মাগো, নয়নের ধার ;
এই বেশে চল দুঃখিনীর মত !

৩১

শত গ্রন্থি দেওয়া মলিন বসন
অঙ্গে কোন মতে কর মা ধারণ ;
শত পুত্র শোকে যাহার হৃদয়
দহিছে, শোভে কি অঙ্গে অলঙ্কার ?
লও বরদার কিরীট তুলিয়া !

৩২

দাঁড়াইও গিয়া এক পাশে সরি ;
ধীরে যুবরাজে আশীর্ব্বাদ করি
মঙ্গল বারতা সুধাইও তাঁর ;
সুধাইও,—‘ভাল আছেন কুমার
নারী-কুলোত্তমা মাতা ভিক্টোরিয়া ?’

৩৩

কনক কিরীট রাখি পদ তলে,

কহিও কুমারে ভাসি অশ্রুজলে ;—
“ এই উপহার ধর, যুবরাজ,
বরদা আমার বনবাসী আজ,
হায়রে ভিখারী বিধির ইচ্ছায় !

৩৪

দয়ার আধার জননী তোমার,
উপযুক্ত পুত্র তুমিও তাঁহার ;
চির মহত্বের হেরিয়া পতন,
এক বার (ও) নাহি ঝরিল নয়ন ?
অদৃষ্টের দোষ দোষিব কাহায় !”

৩৫

উঠ উঠ মাগো, উঠ এক বার !
বুঝি ভাগ্য তব ফিরিল এবার !
বুঝি বিধি আজ প্রসন্ন হইল !
বুঝি মা তোমার গ্রহণ ঘুচিল !
কাল নিশী বুঝি হ’ল অবসান !

৩৬

তা’না হলে কেন আলোক-সাগরে
ভাসে কলিকাতা ? কেন ঘরে ঘরে
দুলিছে কুসুম পল্লবের মালা ?
কেন হুলুধ্বনি দেয় বঙ্গবালা ?
কেন বাঙ্গালির প্রফুল্ল বয়ান ?

যুবরাজ।

৩৭

যুবরাজ! যদি দ্বাপরে আসিতে
মায়ের এ দশা পেতে না দেখিতে!
আর্য্যকুলে ছিল তোমার সমান
ভূপাল সকল, যার যশোগান
তোমারও তুষেছে শ্রবণ হৃদয়!

৩৮

নগরে নগরে লইয়া তোমায়
স্বর্ণসৌধমালা দেখাতাম হায়!
কত শিবালয়, কত সরোবর,
কীর্ত্তিস্তম্ভ কত, উদ্যান সুন্দর,
আতুর নিবাস, সদাব্রতালয়!

৩৯

আজি এ ভারতে বিরাজে রজনী!
আজি এ ভারতে হাহাকার ধ্বনি!
উঠিছে চৌদিকে বিলাপ-লহরী!
ম্লানমুখী এবে প্রকৃতি সুন্দরী!
ঘরে ঘরে এবে ভ্রমিছে হুতাশ!

৪০

পবিত্র সলীলা ওই স্বরস্বতী
মৃদু কল কলে অবিরাম গতি

কাঁদিতে কাঁদিতে চলেছে বহিয়া!
বৎসরান্তে, হায়, উঠে উথলিয়া
গঙ্গা যমুনার হৃদয় উচ্ছ্বাস!

৪১

এক 'থর্ম্মপলী' শোভে হেলেনায়,
শত থর্ম্মপলী আর্য্যাবর্ত্তে হায়!
এই দেশ যাহা দেখিছ এখন
সাহারার শূন্য মরুর মতন,
যুবরাজ! স্মরি হৃদয় বিদরে!

৪২

এই দেশ ছিল বীর প্রসবিনী!
নক্ষত্রমালায় যেমন যামিনী
শোভিত এ দেশ শত আভরণে!
ভ্রমিতা ইন্দিরা আনন্দিত মনে
আর্য্যসন্তানের শান্তিপূর্ণ ঘরে!

৪৩

কি দেখিতে আজি আইলে হেথায়!
কি আছে হে আর দেখাব তোমায়!
ভারত গৌরব যাহা যাহা ছিল,
কাল দুরাচার সকলই নাশিল;
প্রাণশূন্যদেহ এ দেশ এখন!

৪৪

বিচিত্র নগর ; হর্ম্ম্য মনোহর !
ভূতলে নন্দন উদ্যান সুন্দর ;
সুপ্রশস্ত সেতু ; চারু জলযান ;
বিদ্যুতের খেলা ; বন্দুক কামান ;
তোমাদের(ই) দেশে করেছ দর্শন।

৪৫

কি দেখিতে, হায়, এলে তবে আজ !
কি দেখিয়া ফিরে যাবে যুবরাজ !
সুধাবেন যবে জননী তোমার ;—
'কহ' কি দেখিলে ভারতে, কুমার ?
কি আনিলে ?' তুমি কি দিবে উত্তর ?

৪৬

ইন্দ্রপুরী সম এই যে নগরী
উন্মত্ত উৎসবে ; সারি সারি সারি
এই যে সুন্দর প্রাসাদ শোভিছে ;
গঙ্গার উরসে এই যে ভাসিছে
শত জলযান বিচিত্র সুন্দর ;

৪৭

এই দুর্গ,—যেন জাগ্রত কেশরী ;
ওই যে লইয়া সাগর লহরী
খেলিছে বোম্বাই ; ওই যে মান্দ্রাজ

রাজেন্দ্রানী সম করিছে বিরাজ ;
তোমাদের(ই) এই কীর্ত্তি সমুদয়।

৪৮

এই দেশে যদি করিতে ভ্রমণ
এলে, যুবরাজ, করো দরশন
অরণ্যবেষ্টিত, জনপ্রাণীহীন,
গৌড় নগরের প্রাসাদ প্রাচীন,
বঙ্গসূর্য্য যথা অস্তমিত, হায় !

৪৯

দেখো ইলোরার পাতাল মন্দির ;
অদ্ভুত রচনা,—দেখিও সুধীর—
প্রস্তরের ভীম মাতঙ্গ উপরি
শোভিছে কৈলাস,— মনোহরা পুরী,
খোদিত পর্ব্বতে গঠিত কৌশলে

৫০

উত্তরে দেখিও হিমাদ্রি শেখর,
গম্ভীর মূরতি,—গিরিকুলেশ্বর,
বীর্য্যবান, কিন্তু বিষাদে মগন ;
ভারতের দশা করি দরশন
বক্ষঃ ভাসে আজ নীহারাশ্রু জলে !

৫১

গোমুখীর মুখে নীরবে বসিয়া

দেখিও যখন পাষাণ ভেদিয়া,
হুহুঙ্কার ছাড়ি, কাঁপাইয়া গিরি,
সহস্র ধারায় বাহিরয় মরি,
ভাগীরথী, শিব-শিরঃবিহারিণী।

৫২

দেখিও প্রয়াগ ; দেখো বারাণসী ;
বদরিকাশ্রম ;—দ্বৈপায়ণ ঋষি ;
বসিয়া যথায়, নয়ন মুদিয়া,
গম্ভীরে আপন বীণা বাজাইয়া,
শিষ্যে শুনাইতা ভারত কাহিনী।

৫৩

ব্রীটণেরা ভবে বীর অবতার,
সেই বংশে তব জনম, কুমার!
বীরত্বে তোমরা ভরেছ ভুবন,
কারে কহে ভয় জান না কখন ;
হিমাদ্রির ন্যত হৃদয় অটল।

৫৪

তাই কহি তোমা ;— নিশীথে যখন
বসুধা রহিবে নিদ্রায় মগন,
একাকী আপনি কুরুক্ষেত্রে গিয়া
কহিও স্মৃতিরে, অর্গল খুলিয়া
দেখাইতে আর্য্য ভাণ্ডার সকল।

৫৫

দেখিতে পাইবে তাহার ভিতর,—
নিদ্রাগত শর-শয্যার উপর
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, বিরাট মূরতি,
বদন মণ্ডলে মহত্বের ভাতি ;
রুধির পড়িছে সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া।

৫৬

দেখিবে গাণ্ডীব,—শিবদত্তধনুঃ ;
পার যদি, ভূমে পারি বাম জানু
প্রাণ পণে দিও কোদণ্ডে টঙ্কার,
কাঁপিবে দিগন্ত, ছাড়ি হুহুঙ্কার
সাগরতরঙ্গ উঠিবে নাচিয়া।

৫৭

কি বলিব! আর বলা নাহি যায়!
যেও, যেও বীর, 'চিলন ওলায়,'
ভারতের আশা,—নিস্তেজ তপন,
সেই স্থানে শেষ দিয়া দরশন
অস্তাচলগামী বিধির বিধানে।

৫৮

যে বীরেন্দ্র দল অজেয় সমরে ;
নেপোলিয়ানের দর্প চূর্ণ করে
গর্ব্বে যাহাদের স্ফীত বক্ষস্তল,

সীকের সাহস, পরাক্রম, বল,
সচক্ষে তাহারা দেখেছে সেখানে।

৫৯

আর কি দেখিবে! দেখিয়া কি ফল!
শ্মশান! শ্মশান! শ্মশানই কেবল
সোণার ভারতে!! হিমাদ্রি হইতে
সীমান্তরে যাও, পাইবে দেখিতে
আর্য্যভস্মরাশি পর্ব্বত প্রমাণ!

৬০

আশীর্ব্বাদ করি, ভারত ভ্রমিয়া
নিরাপদে যাও স্বদেশে ফিরিয়া;
কহিও মায়েরে,—"ভারত দুঃখিনী
অশ্রুজলে ভাসি কহিল জননী,—
'ভারতের আশা করো না নির্ব্বাণ!' "

সম্পূর্ণ।

Communications to be addressed to the

Superintendent,
COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNOLOGY
JADAVPUR
P. O. Jadavpur College
24—Parganas.